NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যুগের ১৫ বছর পূর্তি

লখনউকে বিদায় জানিয়ে ফের নাইট শিবিরে গম্ভীর? আলোচনা তুঙ্গে ৮

কলকাতা ১৯ অগস্ট ২০২৩ ১ ভাদ্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.08.2023, Vol.17, Issue No.69, 8 Pages, Price 3.00

যাদবপুরকাণ্ডে জেরার পরই গ্রেপ্তার আরও তিন পড়ুয়া

ধৃতদের এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরকাণ্ডে আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার তিন জনকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। এর পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে খবর। ধৃতদের মধ্যে দু'জন প্রাক্তনী এবং এক জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সব মিলিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২ জন।

এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেখ নাসিম আক্তার, হিংমাশু কর্মকার, সত্যব্রত রায়কে। এরমধ্যে নাসিম যাদবপুরের প্রাক্তনী বলে জানা যাচ্ছে। রসায়নে স্নাতকোত্তর পাসআউট। অন্যদিকে হিমাংশুর পড়াশোনা গণিত নিয়ে। সেও প্রাক্তনী। সত্যব্রত রায়ের পড়াশোনা চলছে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে। বর্তমানে সে দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র বলে জানা যাচ্ছে। এই সত্যব্রতই ঘটনার দিন ডিনকে ফোন করেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, এদিনই যাদবপুরের মেন হস্টেলে গিয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় পুনর্নির্মাণ করে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে তদন্তকারী অফিসাররা মেন হস্টেলে যান। হস্টেলের যে ব্লকে ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে গিয়ে গোটা এলাকা দেখেন তাঁরা। ছাত্রমৃত্যুর দিন ঠিক কী ঘটেছিল তা জানতেই এই পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। যাদবপুর থানা সূত্রে খবর, এই পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া এক ছাত্রকে শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ধাপে ধাপে বাকি ধৃতদেরও আনা হবে। সকলের বয়ান মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা।

কারণ, হস্টেলে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঠিক কী করে ঘটল তার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের এখন প্রধান লক্ষ্যই হল গত ৯ অগস্ট অর্থাৎ ঘটনার দিন রাতে ঠিক কী ঘটেছিল হস্টেলে, তা বের করা। এর জন্য পুনর্নির্মাণের করার ঘটনা শুরু হয় শুক্রবার থেকে। আস সেই কারণে শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার বাসিন্দা তথা যাদবপুরের প্রাক্তন পড়ুয়া ধৃত সপ্তক কামিল্লাকে শুক্রবার নিয়ে আসা হয় ঘটনা পুনর্নির্মাণ করার জন্য।

এদিকে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের হাতে এ তথ্যও এসে পৌঁছেছে হস্টেলে সিনিয়রদের উপস্থিতি ও অনুমতি ছাড়া প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা ফোনে পরিবার বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে পারত না। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদের পরই এমন-ই তথ্য জানতে পারেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে এ তথ্যও হাতে পান যে, হস্টেলের জুনিয়রদের জন্য রোস্টার তৈরি করা হত, কে কবে টয়লেট পরিষ্কার করবে। সিনিয়রদের ঘর গুছিয়ে দেওয়া, ঘর পরিষ্কার করে দেওয়া, টয়লেট পরিষ্কার করে দিতে হত জুনিয়রদের।

তবে পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ন'জনের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। এক এক জন এক একরকম কথা বলছেন বলে দাবি পুলিশের। কে সঠিক কথা বলছেন তার খোঁজে তাই এ বার ধৃত ন'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে শুক্রবার ক্যাম্পাসে এসে কোনও মন্তব্য করতে দেখা গেল না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে। তিনি জানান, 'যেহেতু এখন তদন্ত চলছে, বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাকে রিপোর্ট তৈরি করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় কোনও জায়গায় মন্তব্য করার মতো সময় নেই। তদন্তের স্বার্থে কোনও মন্তব্য করব না।'

র‍্যাগিং বন্ধে কড়া আইন আনার পরামর্শ সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে সৌরভ বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি আইন আনা দরকার।' শুক্রবার সৌরভকে যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করার জায়গা। সেটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। র‍্যাগিং বন্ধে কড়া আইন করা উচিত।' গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সৌরভ বলেছেন, সুস্থ পরিবেশ ছাড়া কখনও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। র‍্যাগিংমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের কথা বলেছেন তিনি।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচন

তৃণমূলের প্রচারে অভিষেক-সহ ৩৭ জন তারকার নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৫ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। এখানকার বিজেপি বিধায়কের অকালমৃত্যুতে হচ্ছে উপনির্বাচন। তৃণমূল, বিজেপি, বাম-কংগ্রেস জোট ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। প্রচারের তোড়জোড় চলছে।

এই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী রাজবংশী গবেষক তথা ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যাপক ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়। তিনি গোড়া থেকেই দলের কর্মী। এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। সবদিক বিবেচনা করে এই আসনে তাঁকেই প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তাঁর হয়েই এবার প্রচারে নামছেন দলের ৩৭ জন তারকা নেতানেত্রী। তবে কবে থেকে প্রচার শুরু হবে, কে কবে ধূপগুড়িতে প্রচারে যাবেন, সেসব এখনও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষা।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণার পরই নজিরবিহীনভাবে বিজেপি ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করেছিল। দিন দুই পর দেখা গেল, তৃণমূলও পিছিয়ে নেই। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ৩৭ জন তারকার নাম প্রকাশ করল শাসকদল। যদিও দলের সুপ্রিমো বা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের চূড়ান্ত প্রচারসূচি এখনও ঠিক হয়নি বলেই খবর।

শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছে তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা। তাতে যেমন রয়েছে মমতা, অভিষেকের নাম, তেমনই দেব, মিমি, সোহমের মতো একঝাঁক তারকাকেও নামানো হচ্ছে প্রচারে। এছাড়া দলের বর্ষীয়ান নেতৃত্বের অনেকেই উপনির্বাচনের প্রচারক। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও যুব নেতৃত্বের তরফে সায়নী ঘোষ, দেবাংশু ভট্টাচার্যদের নাম রয়েছে তৃণমূলের প্রচারকের তালিকায়।

বলে রাখা ভালো, ধূপগুড়ি উপনির্বাচন নিয়ে ভোটের আগে প্রচারযুদ্ধ ঘিরেই যেন টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

স্বপ্নপূরণের আরও কাছে বিক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রযান ৩। মহাকাশযানের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই প্রথম চন্দ্রদর্শন ল্যান্ডার বিক্রমের। চাঁদের ছবি পাঠাল বিক্রম। শুক্রবার যা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আনল ইসরো।

এদিন ল্যান্ডার ইমেজারের ক্যামেরা ওয়ান থেকে তোলা ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে চন্দ্রপৃষ্ঠের গহ্বরগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। চাঁদের 'গা'য়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য জিয়ার্দানো ব্রুনো ক্র্যাটারের পাশাপাশি ল্যান্ডার ইমেজারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে হারখেবি জে ক্র্যাটারও। যার ব্যাস ৪৩ কিলোমিটার। বৃহস্পতিবারই ল্যান্ডার বিক্রম তার প্রপালশন মডিউল থেকে সফলভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারপরই চাঁদের ছবিগুলি তোলা হয়েছে।

স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী প্রাক্তন সেনাকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাতে স্ত্রী ও কন্যাকে খুন করে ভোরে ট্রেনের সামনে ঝাঁপদিয়ে আত্মঘাতী প্রাক্তন সেনাকর্মী। মৃত সেনাকর্মীর নাম গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে শিয়ালদা- বনগাঁ শাখার মধ্যমগ্রাম স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। রেল পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে বারাসাত হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিকভাবে অনুমান তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। অন্যদিকে, প্রাক্তন সেনাকর্মীর দমদমের জীবন রতন ধর রোডের বহুতল আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর স্ত্রী ও কন্যার গলাকাটা দেহ। স্ত্রী ও কন্যাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে ওই সেনাকর্মী আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

পুলিশ জানতে পেরেছে, সেনাকর্মী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন যার জেরে তিনি তাঁর স্ত্রী দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উনিশ বছরের কন্যা দিশাকে খুন করেন। তবে অন্য সম্ভাবনাগুলিকেও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন এই খুন তা নিয়ে এখনই জট ছাড়ছে না। কারণ, মৃতদের আত্মীয়স্বজন বলছেন, পরিবারটি সবদিক থেকে সুখী ছিল। তদন্ত চলছে। প্রতিবেশী বাসিন্দাদের দাবি, পরিবারটি খুব হাসিখুশি ছিলো। মৃতের স্ত্রীও খুব মিশুকে ছিলো। কি করে এই ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে সন্দিহান তারা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবির চৌধুরী জানান, বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। স্ত্রী ও কন্যার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও কন্যাকে খুনের পর স্কুটি নিয়ে দমদম থেকে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে আসেন ওই প্রাক্তন সেনাকর্মী। সেখানে স্কুটি রেখে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি।

রাজন্যায় ভরসা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইউনিট ঘোষণা করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। নতুন ইউনিটের সভাপতির দায়িত্ব পেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় টিএমসিপি-র সহ-সভাপতি রাজন্যা হালদার। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পর্যবেক্ষক সঞ্জীব প্রামাণিককে করা হয়েছে ইউনিটের চেয়ারপার্সন। যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কিছু কিছু শক্তি থাকলেও এখনও পর্যন্ত যাদবপুরে উল্লেখযোগ্য শক্তি নেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর। এ বার সেই ক্ষত পূরণে উদ্যোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বয়ং দলনেত্রীর নির্দেশেই শুক্রবার রাতে বৈঠকে বসে টিএমসিপি।

৬ জেলায় বাজি ক্লাস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যের ৬টি জেলায় গড়ে উঠবে পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বাজি তৈরির ক্লাস্টার। নবান্নের খবর, ক্লাস্টার তৈরির জন্য প্রতিটি জেলাতেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলি এবং কলকাতার ইএম বাইপাস লাগোয়া অঞ্চলে তৈরি হবে এই ক্লাস্টার। সেখানে এক ছাদের তলায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাজি বানাবেন কারিগররা।

-বিস্তারিত ২-এর পাতায়

অনুব্রত-সুকন্যার জেলের মেয়াদ বাড়ল ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

বাবা অসুস্থ জেনে এজলাসেই কাঁদল মেয়ে

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: গোরুপাচার মামলায় অনুব্রত, সুকন্যা, সায়গলের জেল হেপাজতের মেয়াদ বাড়ল। ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ল হেপাজতে থাকার মেয়াদ। এদিকে, হেপাজতের মেয়াদ বাড়ার নির্দেশ শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেল সুকন্যা মণ্ডলকে। সূত্রে খবর, শরীর খারাপ থাকায় শুক্রবার সশরীরে হাজির করা হয়নি অনুব্রত মণ্ডলকে। এরপর সুকন্যা এবং সায়গলকে তোলা হয় রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে।

প্রসঙ্গত, গোরুপাচার মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। এরপর একটি পৃথক চিত্র সামনে এসেছিল। সেসময় একদিকে তখন দোরগড়ায় ছিল পঞ্চায়েত ভোট। যখন অনুব্রতহীন বীরভূমে জনসংযোগ যাত্রায় ঝড় তুলছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে ঠিক তখনই অন্যভাবে দেখা গিয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে। বেতন পাচ্ছেন না কর্মীরা, চাল কলের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তিহার থেকে আসানসোল আদালতে আবেদন করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল।

অপরদিকে, দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর দোলপূর্ণিমার দিন দিল্লি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোরুপাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে। ইডি হেপাজত শেষে তিহার জেলে যান বীরভূমের দাপুটে জেলা তৃণমূল সভাপতি। এদিকে গ্রেপ্তার হন অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি। তাঁকেও তিহার জেলে পাঠানো হয়। তবে আসানসোল থেকে তিহার জেলে যাওয়ার পর, ফের আসানসোলে ফেরার জন্য দল্লির আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল।

ওই মামলার শুনানিতেই অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী সওয়াল করেছিলেন, অনুব্রতর দিল্লিতে থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এদিকে অনুব্রতর জেল হেপাজত ক্রমশই বেড়ে চলছে। এরপর তাঁকে আসানসোল জেলে ফেরানো হোক, এমনই আর্জি ফেরানো হোক। পাল্টা সওয়ালে ইডির তরফে বলা হয়, অভিযুক্ত ঠিক করতে পারেন না, তিনি কোন জেলে থাকবেন। তিহারকেই ঘরবাড়ি ভাবতে শুরু করুন। আরও ৩-৪ বছর থাকতে হতে পারে জেলে। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট অনুব্রত মণ্ডলের আবেদন খারিজ করে মে মাসে জানানো হয়েছিল, এই আবেদনে কোনও সারবত্তা নেই। যদিও মার্চ পেরিয়ে, মে মাস পেরিয়ে অগস্টে পা। যদিও একই তিমিরে অনুব্রত। ফের অসুস্থ গোরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। আদালতের শুনানি চলাকালীন বাবার অসুস্থতার কথা জানতে পেরে ভরা এজলাসেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে গোরু পাচার মামলায় অভিযুক্তদের শুনানি ছিল। সেখানে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেন, বিএসএফ কর্তা সতীশ কুমার এবং অনুব্রতকন্যা সুকন্যা মণ্ডলের। ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন এনামুল হক, মণীশ কোঠারি এবং অনুব্রত। এদের সকলকেই আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানো হয়।

এদিন সবার আগে আদালত চত্বরে হাজির করা হয় সুকন্যাকে। এরপর আসেন সায়গল। তাঁকে দেখে সুকন্যা তাঁর বাবার কথা জানতে চান। তাতে সায়গল তাঁকে জানান, অনুব্রত অসুস্থ। তাঁকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাবার অসুস্থতার খবর শুনেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলতে দেখা যায় সুকন্যাকে। যদিও জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনুব্রতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। তাঁকে ৩ নম্বর সেলে সরানো হয়েছে। মাঝে একবার অসুস্থতার জন্য জেল হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছিল। তারপর তাঁকে আর ৭ নম্বর সেলে পাঠানো হয়নি। তবে গোরু পাচার মামলায় বাকি অভিযুক্তরা এখনও ৭ নম্বর সেলেই রয়েছেন। ঘটনাচক্রে এই ৩ নম্বর সেলে রাখা হয় শুধু দোষী সাব্যস্তদের।

ফের দাম বাড়ছে পাউরুটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পাউরুটির দাম ফের বাড়ছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ২ টাকা করে বাড়ছে বলে বেকারি সংগঠনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ২৮ টাকা থেকে বেড়ে হবে ৩০ টাকা। বেকারি মালিকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার আরিফুল ইসলামের দাবি গম-সহ পাউরুটি তৈরির অন্যান্য কাঁচামালের দাম এবং শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে যাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের উপরে চাপ বাড়াতে চান না বলেই মাত্র ২ টাকা দাম বাড়ানো হচ্ছে।

প্রার্থী হতে ৫০ হাজার

অমরাবতী, ১৮ অগস্ট: প্রার্থী হওয়ার আবেদনপত্রের সঙ্গেই জমা দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা। আসন্ন বিধানসভা ভোটে টিকিট প্রত্যাশীদের জন্য এমনই নিয়ম চালু করেছে তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস। তবে তপসিলি জাতি-জনজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে টিকিটের দাবিদারদের ২৫ হাজার টাকা জমা দিলেই চলবে। তেলঙ্গানার এক কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'কর্নাটক মডেল' অনুসরণ করেই তাঁদের এই পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের আগে অসংরক্ষিত আসনে টিকিট প্রত্যাশীদের কাছে ১ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম চালু করেছিল কংগ্রেস।

নির্মাণ শিল্পে নতুন অধ্যায়!

দেশের প্রথম থ্রিডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিসের উদ্বোধন বেঙ্গালুরুতে

বেঙ্গালুরু, ১৮ অগস্ট: বেঙ্গালুরুতে ভারতের প্রথম থ্রি ডি-প্রিন্টেড পোস্ট অফিস ভবনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এবার প্রযুক্তির পথে আরও একধাপ এগিয়ে প্রিন্টার থেকে বেরল আস্ত ডাকঘর! আর এই থ্রিডি ম্যাজিক দেখে রীতিমতো মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নির্মাণশিল্পে নতুন অধ্যায় জুড়ে দেশের প্রথম থ্রিডি প্রিন্টেড ডাকঘর তৈরি হয়েছে বেঙ্গালুরুতে। শুক্রবার শহরের ক্যামব্রিজ লেআউট এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি ডাকঘরটির উদ্বোধন হয়। এই প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ তিনি লেখেন, 'বেঙ্গালুরুর ক্যামব্রিজ লেআউট এলাকায় দেশের প্রথম থ্রি ডি প্রিন্টেড ডাকঘর তৈরি হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটাই দেশের অগ্রগতির প্রমাণ। এতে নিহিত রয়েছে আত্মনির্ভর ভারতের আত্মা। প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য এটা গর্বের বিষয়। যাঁরা এই উদ্যোগ সফল করে তুলেছেন তাঁদের অভিনন্দন।'

এদিন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নিদর্শন এই থ্রি ডি প্রিন্টেড ডাকঘরটি দেশকে উৎসর্গ করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। জানা গিয়েছে, ডেডলাইনের আগেই মাত্র ৪৩ দিনে তৈরি হয়েছে এই ভবন। আইআইটি মাদ্রাসের সাহায্যে ডাকঘরটি বানিয়েছে নির্মাণ সংস্থা লারসন অ্যান্ড টুব্রো। এদিন রেলমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবারই বেঙ্গালুরু ভারতের নতুন ছবি তুলে ধরে। আজ যে থ্রি ডি প্রিন্টেড ডাকঘর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতীক।'

প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, গত নয় বছরে দেশে অনেক নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। থ্রি ডি-প্রিন্টেড কংক্রিটের ভবনটিও তারই নিদর্শন। ১১০০ বর্গফুটের ভবনটি তৈরি করতে সময় লেগেছে মাত্র ৪৫ দিন, খরচ পড়েছে ২৩ লক্ষ টাকা। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ভারতের প্রথম থ্রি ডি-প্রিন্টেড বাড়ির উদ্বোধন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মাদ্রাজের ক্যাম্পাসে ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়িগুলি তৈরির ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুপারিশ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12645 নং এফিডেভিট বলে Biplab Kundu S/o. Ranjit Kundu ও Biplob Kundu S/o. R. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12640 নং এফিডেভিট বলে Sk. Mahasin S/o. Sk. Abdullah ও Sk. Mohsin S/o. M. H. Abdulla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12644 নং এফিডেভিট বলে Sailen Jar S/o. Ananda Chandra Jar ও Shailen Jar S/o. A. Jar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12586 নং এফিডেভিট বলে আমি Asish Datta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Parimal Dutta ও P. Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত 14/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12476 নং এফিডেভিট বলে Susanta Jana S/o. Ajit Jana ও Sushanta Jana S/o. A. Jana সাং ভাঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12641 নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sagar Chandra Sadhukhan ও S. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত 18/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4362 নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Kumar Pandey S/o. Bindyabasiny Pandey ও Sanjoy Kr. Pandey S/o. B. B. Pandey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 18/08/23 S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 130 নং এফিডেভিট বলে Amitava Karmakar S/o. Ananta Kumar Karmakar ও Amitava Karmakar S/o. Lt. A. K. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12647 নং এফিডেভিট বলে Deb Kumar Banerjee S/o. Tarun Lal Banerjee ও D. Kr. Bandyopadhyay S/o. T. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 11/08/23 S.D.E.M., নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 03/2003 নং এফিডেভিট বলে আমি Manami Khan D/o. Sunil Khan নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Alisa Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত 14/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12478 নং এফিডেভিট বলে Abhay Kumar Purkait S/o. Mathur Purkait ও Abhay Kr Purakait S/o. M. Ch. Purakait সাং গুড়িয়া, তারকেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name
I, **Himadri Sekhar Dey** S/o **Ananta Kumar Dey** residing at Debalpur (Murad Building Area) Ward No. 6, P.O.-Kharagpur, P.S.-Kharagpur (T), Dist.-Paschim Medinipur hereby affirm and declare that my father's name is correctly mentioned in my Passport (K 6668684) But by mistake wrongly mentioned as **Ananta Dey** in my Pan Card (APLPD67 81M) & Voter Card (WB/32/224/060 606). That my & my father's actual/correct name with surname is **Himadri Sekhar Dey** S/o **Ananta Kumar Dey** for all purposes vide Affidavit No. 6741/22 dated 25/07/2023 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. That **Himdadri Sekhar Dey** S/o **Ananta Kumar Dey** and **Himdadri Sekhar Dey** S/o **Ananta Dey** both are same and one identical person i.e. myself & my father.

বিজ্ঞপ্তি
IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE
T.S. NO. 574 OF 2022
Bankura Roy Sri Sri Dharma Debata A village Deity Represented by its Sebaits .....Plaintiffs
- Vs. -
Sri Jagadish Maity & others ......Defendants

এতদ্বারা ত্রিলোচনপুর ও টাঙ্গাইশ্রী গ্রামের সকল হিন্দু গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী শ্রী বাঁকুড়া রায় নামক ধর্ম দেবতার স্বার্থে ও হিতার্থে সেবাইতগণ, শ্রী সদানন্দ বিশাল দিগর, গ্রাম ত্রিলোচনপুর, পোস্ট- সিজগেড়িয়া, থানা- ডেবরা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মেদিনীপুর প্রথম সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালতে উক্ত ঠাকুর জিউর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি সম্পর্কে **TS. NO. ৫৭৪/২০২২** দেওয়ানি স্বত্ব প্রচার ও নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং- **15/09/2023** তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাহারও কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া উক্ত তারিখে ব্যক্ত করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

SCHEDULE A : -Within District Paschim Medinipur, P.S. - Debra, Mouza -Trilochanpur, J.L. No. - 100, Plot Nos.-202 - Kala Puratan Patit-27 Dec., 203-Bamboo Grove- 49 dec., 207 Kala Puratan Patit-08 Dec., 205 - Kala Puratan Patit 03 Dec., 204/925- Kala -54 dec., 07- Jal 08 Dec., 23- Jal- 13 dec., 204-Bastu-57 dec., 221-Jal-64 dec., **Total- 2.83 Acre.**

SCHEDULE A1:- Within District Paschim Medinipur, P. S. - Debra, Mouza – Trilochanpur, J. L. - No. 100, Plot Nos. - 202 - Kala Puratan Patit-27 Dec., 203-Bamboo Grove- 49 dec., 207 Kala Puratan Patit-08 Dec., 205- Kala Puratan Patit 03 Dec., 204/925- Kala -54 dec., **Total - 1.41 Acre .**

SCHEDULE B:- Deed No. 5166/ 1939 Registered before D.S.R.-I, Paschim Medinipur, Deed No. 5174/ 1939 Registered before D.S.R.-I, Paschim Medinipur

আদেশানুসারে
অয়ণ চক্রবর্ত্তী
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Division)
1st Court, Paschim Medinipur,
Pin-721101. West Bengal

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে আগস্ট । শনিবার। ১ লা ভাদ্র । তৃতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রি পাদদোষ।

মেষ রাশি : বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধির দ্বারা গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে না পারার জন্য সাময়িক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও, তার প্রভাব বেশি থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা পড়াশোনা করছেন তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে মত প্রকাশ করলে শুভ বৃদ্ধি হবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি করতে পারেন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভুল বুঝেছিল, আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। গৃহবধূদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুখবর আসবে। দুর্গা মায়ের নামকরা শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে সামান্য অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, বান্ধব দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার কথার সঠিক ব্যাখ্যা না হওয়ার কারণে অশান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য অর্থ লাভ। বিশেষত যারা দোকান ব্যবসা করেন তাদের। গৃহশিক্ষক বিষয়ের চিন্তা থাকলেও কোন অশুভ যোগ নেই দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে সকাল বেলায় বাজার করা, দোকান করা, বিষয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তর্কের জন্য মনঃকষ্ট। স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনাময় কাল। যারা অধ্যাপনা করেন, যারা শিক্ষকতা করেন, তাদের ধৈর্য সহ উচিত অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। নিশ্চয়ই শুভ ফলপ্রাপ্ত করবেন বাণিজ্যের সম্ভাবনা কম। মহাকালীর মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও অশুভ যোগ নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যারা পুলিশ প্রশাসনে বেতন ভোগী কর্মচারী তাদের সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন নতুন কর্মের অন্বেষণ যারা করছেন তাদের আজকের গ্রহ যোগ নিশ্চয়ই কিছু নতুন সুযোগ প্রদান করবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নারকেল দ্বারা দেবদেবীর ভোগ দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। আজ আপনার জীবনের কোন বড় স্বপ্নের পথে হাঁটতে শুরু করবেন। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। বিবাহের বিষয়ে যে শুভ কথা আটকে ছিল আজ তা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। পারিবারিক দাম্পত্য সুখ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান এবং কোন নিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা। বাড়ি গৃহ মন্দিরে হনুমানজির উদ্দেশ্যে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ সংস্থান আজকে যা বলছে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত যারা দোকান বা খুচরো-- পাইকারি ব্যবসা করেন তাদের। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। বিদ্যা যোগের শুভ যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। যারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন, পরামর্শদাতাদের জন্য শুভ দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রতিবেশীর কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সম্মানহানি যোগ। গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকছে। ভ্রমণে না যাওয়া শুভ। জল ভ্রমনে না যাওয়া আরো শুভ। শত্রু-চক্রান্ত ভেদ করার জন্য প্রবীণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ধৈর্য ধরলে এই সময়টি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে, দেবী মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : এক ব্যবসায়িক বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আজ দেখা দেবে। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। খুবই উৎসাহ জ্ঞান বুদ্ধি যোগ। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজটি হয়ে পড়বে। বিদ্যা শুভ। উচ্চ বিদ্যা শুভ । শুভ বিবাহের যোগ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল ভোগ প্রদান করুন, দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুজন সদস্য, আপনাকে আজ সম্মান দেবে আপনার কর্মের কারণে। বেতনভোগী কর্মচারী যারা- তাদের নতুন কোন কাজ করার জন্য খুবই শুভ অবস্থান আজ। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের কাছে নতুন সুযোগ আসছে বিদ্যা যোগ শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিবাহের কথা যা কিছুদিন আটকে ছিল তা আবার শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরতি করুন পুষ্পাঞ্জলি দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : ধৈর্য্য নিয়ে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, শুভযোগ। গুপ্ত শত্রু রয়েছে তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ দুপুর তিনটের পর এক শুভ যোগ তৈরি হবে। মনের মানুষের ফোনে আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ি গৃহ পরিবেশে শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের সদস্যরা মনে হবে একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল জবা পুষ্প সহ মহাকালীর আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে চলা ভালো, আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ফোন কলে এমন একটি সংবাদ আসবে যেটা আপনার কাম্য নয়। পরিবারের অশান্তির বাতাবরণ। ছোট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বড় আকার ধারণ করবে। সতর্ক থাকা ভালো। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা কিছু সমালোচনা হবে, যা ধৈর্য ধরে শুনলে আগামীকাল শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় আরতী করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো ৬ জেলায় পরিবেশ বান্ধব বাজি ক্লাস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যের ৬টি জেলায় গড়ে উঠবে পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বাজি তৈরির ক্লাস্টার। নবান্নের খবর, ক্লাস্টার তৈরির জন্য প্রতিটি জেলাতেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলি এবং কলকাতার ইএম বাইপাস লাগোয়া অঞ্চলে তৈরি হবে এই ক্লাস্টার। সেখানে এক ছাদের তলায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাজি বানাবেন কারিগররা। এতে একদিকে যেমন দূষণে লাগাম টানা যাবে, তেমনই কমবে দুর্ঘটনা। ক্লাস্টারে অন্তত ৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। ক্লাস্টারগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা। এর মধ্যে আগামী ২৩ অগস্টে নবান্ন থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি ক্লাস্টারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। চম্পাহাটি বা মহেশতলা, দু'টির মধ্যে যে কোনও একটির সূচনা করবেন তিনি। প্রতি ক্লাস্টারে বাজি ওয়্যারহাউস (ম্যাগাজিন) ছাড়াও একটি করে দমকল কেন্দ্র এবং রিসার্চ সেন্টার থাকবে।

কলকাতার ইএম বাইপাসের পাশে যে ক্লাস্টার গড়ে উঠবে, সেখানে ৮০টি স্টল থাকবে। কলকাতার সব বাজি ব্যবসায়ীকে সেখানে তুলে আনা হবে। বছরভর চলবে বাজি বাজার। এ ছাড়াও প্রত্যেক জেলায় বাজি বাজার চালু করতে এসপি, ডিএম-দের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। বাজি ক্লাস্টার চালুর পাশাপাশি সবুজ আতসবাজি তৈরিতে রাজ্যের শিল্পীদের প্রশিক্ষণের কাজও শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের হিসেব, এ পর্যন্ত ৩০০ জনের মতো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মহেশতলা, হুগলির বেগমপুর এবং বর্ধমানে তিন দফায় প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। দুই দিনের ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে লাইট এবং স্পার্কলারের ওপর ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর শিল্পীরা যে বাজি তৈরি করবেন, তার নমুনা পাঠাতে হবে নাগপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ। তাদের সার্টিফিকেট নিয়ে দমকলের কাছে আবেদন করতে হবে। দমকল ছাড়পত্র দিলে জেলাশাসকরা চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

রাজ্যের রপ্তানির সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করতে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের রপ্তানি সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০২৩ সালের রপ্তানি নীতি প্রণয়ন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতির লক্ষ্য হল, আগামী দশকে ভারতের মোট রপ্তানি (২০২৩-২০৩৩) দ্বিগুণ করে 'ভারতের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে চিহ্নিত করা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভারতে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৫০.৯৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এদিন নবান্ন সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে এই প্রসঙ্গে একটি বৈঠক হয়। এদিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিক ক্ষেত্র, বিশ্ব ব্যাংক, রপ্তানি সংস্থা, রপ্তানি পর্ষদ এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হয়। এদিনের এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, বাণিজ্য ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস এবং লজিস্টিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি।

শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেনপশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব এইচ কে দ্বিবেদী, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অনিল ভার্মা, কৃষি বিপণন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজেশ পাণ্ডে, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের প্রধান সচিব এবং ডব্লিউ বি আই ডি সি-র চেয়ারম্যান স্মারকি মহাপাত্র, শিল্প-বাণিজ্য ও উদ্যোগ যুগ্ম সচিব সঞ্জয় বুধিয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিক ক্ষেত্রের সহ-সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

শুরু হল আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা-২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা কমপ্লেক্সে চালু হল তিনদিন ব্যাপী ২০ তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা ২০২৩, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, মিষ্টি সহ আতিথ্য শিল্পের জন্য নানা সামগ্রী নিয়ে পূর্ব ভারতের প্রিমিয়ার বিজনেস টু বিজনেস অর্থাৎ বিটুবি প্রদর্শনী। শুক্রবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগের কমিশনার জয়ন্ত কুমার আইকাত (আইএএস)। এই প্রদর্শনীটি ১৮ থেকে ২০ অগাস্ট সকাল ১০ থেকে ৬ টা পর্যন্ত কলকাতার বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা কমপ্লেক্সে চলবে।

এদিনের মেগা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিষ্টি উদ্যোগের সভাপতি রাহুল চৌরাসিয়া, হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আজহার, মিও- আমরের সিইও অসীম সোনি, জাতীয় রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ আসিফ আহমেদ এবং ২০ তম ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক ২০২৩-এর চিফ কনভেনার জাকির হুসেন।

সদ্ভাবনা দিবস পালন মেট্রো রেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে পালিত হল 'সদ্ভাবনা দিবস'। সকল ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আবেগীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সদ্ভাবনা দিবস পালন। এদিন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি মেট্রো রেল ভবনের আধিকারিক ও কর্মীদের কাছে 'সদ্ভাবনা দিবস শপথ' পাঠ করান। সমস্ত বিভাগের প্রধান, বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মীরাও এদিন এই শপথ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২০ অগস্ট সদ্ভাবনা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু এ বছর ২০ অগস্ট রবিবার হওয়ার ছুটির দিন পড়ছে। তাই রেল বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী, শুক্রবার মেট্রো রেলের তরফ থেকে সদ্ভাবনা দিবস পালন করা হয়।

রাজ্যে শিল্পায়ন ও পণ্য রপ্তানি বাড়াতে জোর রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাখির চোখ কর্মসংস্থান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একই সঙ্গে রাজ্যে শিল্পায়ন এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর উপরে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের বরাদ্দ ২৫০০ কোটি টাকা ঋণ ব্যবহার করে রাজ্যের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে। রপ্তানি বাণিজ্যে গতি আনতে দ্রুত পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে সড়ক, রেল ও জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে মজবুত করার ওপর জোর দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যকে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সেজন্য উন্নত পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর পৌরহিত্যে শুক্রবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। সেখানে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে একাধিক বিষয়ে আলোচিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পরিকাঠামো কাউন্সিলের প্রধান সঞ্জয় বুধিয়া, বিভিন্ন রপ্তানি কারী সংস্থা ও বণিক সভার প্রতিনিধিরা। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া টাকা ব্যবহার করে রাজ্য সরকার পণ্য মজুত রাখার উন্নতমানের পরিকাঠামো ও দ্রুত গতির পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে। এর পরিবেশগত এবং সামাজিক দিক-সহ নানা বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে। আসন্ন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে রাজ্যের উৎপাদকদের সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রাজ্যের তৈরি পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শিল্পসম্ভাবনা উজ্জ্বল এমন জায়গাগুলিতে উন্নত রাস্তা ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। দ্রুত পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে জোর দেওয়া হবে সড়ক, রেল ও জলপথের সমন্বয়ের ওপর। লজিস্টিকস ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাণিজ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক নীতি নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক করিডর পলিসি। এর মাধ্যমে অন্য আমদানি রপ্তানির জন্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাকে সংযুক্ত করে আলাদা করিডোর তৈরি করা হবে। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গের তিনটি করিডোর তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রঘুনাথপুর -ডানকুনি -তাজপুর করিডোর তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ডানকুনি - কল্যাণী এবং ডানকুনি - ঝাড়গ্রামের মধ্যে দুটি শিল্প এবং অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করা হচ্ছে। এই করিডোর নির্মাণে গতি আনার ওপরেও বৈঠকে জোর দেন মুখ্যসচিব।

স্বাধীনতা দিবসে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে। সারাদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ভারত সবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৮ তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ ১২৮জন কিশোর কিশোরীকে সাধন দীক্ষা দান করেন। ১২৮টি পরিবারকে হিন্দুধর্মগ্রন্থ প্রদান করা হয়। ৩০জন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৭৭জন গৃহশিক্ষক ও চিকিৎসককে প্রণব সেবা সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী ওমপ্রকাশানন্দ, বাসুদেব হালদার, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, গিরিধারী সাহা, অভিজিৎ বসু, আইনজীবী মানব সরকার, দেবব্রত দোলুই, পঞ্চায়েত প্রধান মাধুরী ঘোরামী, উপপ্রধান শুভজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

এমসিসিআই'র ১৮ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক ফোরামে। (বাঁদিক থেকে ডানদিকে) অশ্বিনী কুমার, ইউকো ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও, সুরেশ প্রভু, এমসিসিআই ইকোনমিস্ট ফোরামের চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলর, ঋষি বিশ্ববিদ্যালয়, নামিত বাজোরিয়া, এমসিসিআই, রত্নেন্দ্র রমণ, আইআরটিএস, চেয়ারম্যান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট এবং রিশাভ সি কোঠারির আহ্বায়ক, এমসিসিআই অর্থনীতিবিদ ফোরাম এবং প্রাক্তন সভাপতি।

দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই ৮.৫ একর জমিতে তৈরি হবে বাজি ক্লাস্টার

প্রস্তাবিত ক্লাস্টারের জমি পরিদর্শন, দ্রুত শুরু হবে মহেশতলা-বজবজ বাজি ক্লাস্টার

বিপ্লব দাশ ● বজবজ

অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে মহেশতলা-বজবজ আতসবাজি ক্লাস্টার। বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দরামপুর মৌজায় বাজি ক্লাস্টারের জন্য চিহ্নিত হওয়া জমি পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী, বিধায়ক অশোক দেব সহ সরকারি আধিকারিকরা। মোট ৮.৫ একর জমিতে তৈরি হবে প্রস্তাবিত বাজি ক্লাস্টার। এর মধ্যে ১.৮ একর খাস জমি। তবে চিহ্নিত হওয়া জমিতে প্রবেশের যে মূল পথ, সেটি যথেষ্ট ঘিঞ্জি হওয়ায় এই মুহূর্তে ক্লাস্টার তৈরি হবে না। প্রথমে রাস্তা চওড়ার করা হবে। তারপর হবে ক্লাস্টার তৈরির কাজ। সরকারি আধিকারিকদের ক্লাস্টারের জমি পরিদর্শনে খুশি বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বজবজ-মহেশতলার বাসিন্দারা। তাঁরা চান সরকার দ্রুত বাজি তৈরির পরিকাঠামো গড়ার কাজ শুরু করুক।

বজবজ-মহেশতলার পুটখালি, বরকনতলা, নন্দরামপুরের ঘরে ঘরে বাজি কুটিরশিল্প। এখানকার শব্দবাজির বেশ নামডাক রয়েছে। কিন্তু শব্দ ও পরিবেশ দূষণের যাঁতাকলে এই কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের পথে।

মহেশতলা-বজবজ প্রস্তাবিত বাজি ক্লাস্টারের জমির ম্যাপ হাতে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামী, বিধায়ক অশোক দেব-সহ সরকারি আধিকারিকরা। নিজস্ব চিত্র

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাজি শিল্পের পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি তৈরির কাজে উদ্যোগী হন। আতশবাজি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে 'নিরি'। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা 'সবুজ' বাজি তৈরিতে ওস্তাদ হয়ে উঠবেন।

স্থানীয় বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ও বাজি ক্লাস্টার নির্মাণের অন্যতম কর্তা শুকদেব নস্কর বলেন, 'মহেশতলা-বজবজে আতশবাজির ক্লাস্টার তৈরির জন্য জমির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ৮.৫ একর জমি চিহ্নিত হয়েছে বাজি ক্লাস্টারের জন্য। মহেশতলা-বজবজ ফায়ার ওয়ার্কস ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নামে পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। জেলাশাসক, এসপি, বিধায়ক ও সরকারী আধিকারিকরা জমি পরিদর্শন করেছেন। সরকারের তরফে ছাড়পত্র এলেই বাজি তৈরি নিয়ে আর আতঙ্কে থাকতে হবে না। প্রক্ষিণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সরকারি নিয়ম মেনে একেবারে বসত এলাকার বাইরে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি তৈরি করতে পারবেন।'

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'জমি দেখা হয়েছে। তবে রাস্তার সমস্যা রয়েছে। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলেই ক্লাস্টার তৈরি হবে। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থেকে সমস্তরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হবে। যাঁরা বাড়িতে বাজি তৈরি করতেন, তাঁরা ক্লাস্টারে নিরাপদে বাজি তৈরি করতে পারবেন।'

বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ডিএম, এসপি, সরকারী আধিকারিকরা জমি দেখলেন। এবার আরও কিছু কাজ বাকি আছে। তারপরই ক্লাস্টারের কাজ শুরু হবে।'

এই চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতেই গত ২০ মার্চ বাজি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ ৩ জনের। তারপর ফের ২১ মে দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়। ধরপাকড় শুরু হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েন বাজি শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত এলাকার মানুষজন। বিগত দিনের হয়ে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই রাজ্য সরকার বাজি ক্লাস্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যবসায়ী ও এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন, দ্রুত শুরু হোক ক্লাস্টার তৈরির কাজ।

একদিন
আমার শহর
৩
কলকাতা ১৯ অগস্ট ১ ভাদ্র, ১৪৩০, শনিবার

বিজেপি যুব মোর্চার প্রতিবাদ মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১২

সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার বিজেপির যুব মোর্চার প্রতিবাদ মঞ্চের অনুমতি দিল না পুলিশ। শুক্রবার এই সভামঞ্চে তুমুল উত্তেজনা। অভিযোগ, পুলিশ সেই মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে এবং সেখান থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন যুব মোর্চার সদস্যরা। এনিয়ে টুইটারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা এই মঞ্চেই গিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল এখানে। তা নিয়ে বৃহস্পতিবার তুমুল অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

শুক্রবার যাদবপুরের ৩ নং গেটের উলটোদিকে মঞ্চে করেছিল বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু সেখানে অবস্থানের অনুমতি মেলেনি

পুলিশের। তা উপেক্ষা করে যুব মোর্চার সদস্যরা জমায়েত করলে তাঁদের হঠিয়ে মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। বিজেপির দাবি, তাদের ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যুব মোর্চার দাবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং, মাদক-সহ যুব সমাজকে বিপথে চালিত করার মতো বিষয় থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করার দাবি এবং ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে তাঁদের মঞ্চে পুলিশ জুলুমবাজি করেছে। কিন্তু তারপরেও নিজেদের কর্মসূচি থেকে সরেননি তাঁরা। মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নং গেট আটকে অবস্থানে বসেন বিজেপি যুব মোর্চা নেতৃত্ব। আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ জানান, তাঁদের ওই মঞ্চে মানুষ যুব মোর্চার দাবিকে সমর্থন জানিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমায়েত করেছিলেন। কোনও ভিড় ছিল না। কিন্তু পুলিশ জবরদস্তি করে সবাইকে হঠিয়ে তাঁদের কর্মসূচি বানচাল করেছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পুলিশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে বলে তীব্র কটাক্ষ তাঁর। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দেশবিরোধী' শক্তি কাজ করছে বলেও অভিযোগ তাঁর। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপি একটি ছাত্র মৃত্যু নিয়ে যা রাজনীতি করছে তা মেনে নেওয়া যায় না, উলটে পুলিশকে যা নয়, তাই বলেছে শুভেন্দু। পুলিশ ঠিক করেছে মঞ্চ ভেঙে দিয়ে। শুভেন্দুকেও গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।

যাদবপুর থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই লাগানো হচ্ছে সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মৃত্যুর পর যে প্রশ্নের সামনে পড়তে হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তা হল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি কেন নেই তা নিয়েই। এদিকে যাদবপুরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। রবীন্দ্র ভারতী, প্রেসিডেন্সি, কলকাতার মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ক্যাম্পাসে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। ক্যাম্পাসের মধ্যে বসানো কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬টি হস্টেলের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য বৃহস্পতিবারের সিন্ডিকেট মিটিং নতুন করে আবসিকদের বোর্ড তৈরি করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্ত দত্ত বলেন, 'যাদবপুরের ঘটনার

পর ১৬টি হস্টেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ক্যাম্পাসে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দু'দিন ঘুরে দেখবেন। সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় সব ক্যাম্পাস ও হস্টেলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে দু'বছর সময় লাগে। যাদবপুরের ঘটনার পর একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আরও কঠোর নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেলে কোনও প্রাক্তনী থাকেন কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে।

অন্যদিকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ও জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বসানো ছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। কিন্তু আস্ফানের সময় তার অধিকাংশই খারাপ হয়ে যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ক্যাম্পাসের সর্বত্র সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অন্যদিকে সিসিটিভি ক্যামেরার ক্ষেত্রে নড়ে চড়ে বসেছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। প্রেসিডেন্সির কলেজ স্ট্রিট ও রাজারহাট ক্যাম্পাসে বসানো রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। কার্শিয়াঙের ক্যাম্পাসও মুড়ে ফেলা হবে সিসিটিভিতে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্সিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সময় আন্দোলনে নেমেছিল পড়ুয়ারা। উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও করা হলেও পিছপা হয়নি কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, সেন্ট জেভিয়ার্সের ক্যাম্পাসেও দীর্ঘদিন ধরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এমনকী, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হস্টেলেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে বলে জানান প্রিন্সিপাল ফাদার ডমিনিক স্যাভিও।

সরকারি প্রকল্পের টাকা হাতানোর জেরে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা। ধৃত ওই তৃণমূল নেতার নাম সুবোধ সরকার। মালদার বৈরাগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন তিনি। যদিও এবারের পঞ্চায়েত ভোটে তিনি টিকিট পাননি। টিকিট না পেলেও সৌরভ সরকারের বিরুদ্ধেই সক্রিয় রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা। সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে মালদা থেকে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা।

অভিযোগ রয়েছে, প্রায় ৩৪টি সরকারি প্রকল্প থেকে টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন ওই প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। সব মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আর এই আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে অভিযুক্ত প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন আরও দুই জন। ওই পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সৌভেন রায় ও নির্মাণ সহায়ক অপূর্ব বড়াই। এই দুই ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা। অভিযোগ রয়েছে, বিগত প্রায় কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে এই ২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বার বার অভিযোগ তুলেছে পঞ্চায়েত স্তরে বিস্তর দুর্নীতি নিয়ে। জেলায় জেলায় এমন অভিযোগ উঠে এসেছে। দুর্নীতির অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না শাসক দলের নেতারাও। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রথম সারির অন্যতম নেতা উদয়ন গুহও কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, এমন কাউকে পঞ্চায়েত প্রধানের পদ দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, পঞ্চায়েতে কোথাও কোথাও যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সে কথাই ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। এরই মাঝে মালদা থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান।

পুনরায় নির্বাচিত হলেন শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিদায়ী অরুণ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ব্যারাকপুর ব্লক-২ অধীনস্থ শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ৩০। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ২৯ টি সংসদ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এরমধ্যে ২৪ টি আসন তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে, বিজেপির দখলে তিনটি এবং সিপিএমের দখলে দুটি আসন রয়েছে।

গত ১১ অগস্ট শিউলি পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠন এবং নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু বিদায়ী প্রধান অরুণ কুমার ঘোষ-সহ তৃণমূলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য এদিন অনুপস্থিত ছিলেন। ফলস্বরূপ, সেদিন শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠন ভেস্তে গিয়েছিল। যদিও তৃণমূলের তরফে প্রধান হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল সঞ্জীব ঘোষের নাম। শুক্রবার তৃণমূলের দমদম-ব্যারাকপুর জেলা কার্যালয়ে জেলা সভাপতি তাপস রায়, জেলার চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ ও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভোটাভুটি ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে বিদায়ী প্রধান অরুণ ঘোষকেই ফের প্রধান হিসেবে সম্মতি জানালেন। ফলত শিউলি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে আর সমস্যা রইল না। জেলার চেয়ারম্যান তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, শিউলি পঞ্চায়েত নিয়ে একটা মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা মিটে গিয়েছে। ২৪ জন সদস্য একমত হয়ে অরুণ ঘোষকেই প্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এবার সদস্যদের মতামত দলকে জানানো হবে।

পার্থর বাড়িতেই নয়, চাকরি বিক্রির কাজ চলত সুবীরেশের বাড়িতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুধু পার্থর বাড়িতেই নয়, চাকরি বিক্রির কাজ চলত সুবীরেশের বাড়িতেও, এমনটাই দাবি করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার আদালতে সিবিআই দাবি করেছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গ্রুপ সির চাকরি বিক্রির অফিস চলত। এবার এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও উঠল সেই একই অভিযোগ। সুবীরেশের বাড়িতেও চাকরি চুরির শাখা অফিস চলত বলে অভিযোগ।

সিবিআই সূত্রে খবর, গ্রুপ সি পদে চাকরি বিক্রির পরিকল্পনায় শুধু প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িই ব্যবহার করা হয়নি। সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতেও চলত নানা পরিকল্পনা। সিবিআই অফিসারদের একাংশের মতে, পার্থর বাড়ি যদি চাকরি বিক্রির হেড অফিস হয়, তাহলে সুবীরেশের বাড়ি ছিল শাখা অফিস।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো

হয়েছে, কীভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওএমআর শিট জালিয়াতি হবে, সে বিষয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছিল সুবীরেশ ভট্টাচার্যর বাড়িতে। সিবিআই সূত্রে খবর, সুবীরেশের উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন নাইসার ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলাদ্রি দাস ও এসএসসির প্রোগ্রামিং অফিসার পর্ণা বসু।

একইসঙ্গে এ খবরও মিলছে, বাড়ির পাশাপাশি একাধিক বৈঠক হয়েছিল আচার্য সদনে সুবীরেশের অফিস চেম্বারেও। সেখানেও ওএমআর কারচুপি নিয়ে বৈঠক হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। ২০১৭ সালে এই সুবীরেশের নির্দেশেই এসএসসির গ্রুপ সি পরীক্ষার ওএমআর শিট আচার্য সদনে না রেখে পাশের নতুন ভবনে রাখা হয় বলেও তদন্তে উঠে এসেছে বলে খবর। কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে শুধু নাইসার প্রযুক্তি বিভাগের কর্মীদের দায়িত্বে রাখা হয়। সেই জায়গা থেকেই ওএমআর স্ক্যান করেন নাইসার কর্মীরা বলে সূত্রের দাবি। নিয়োগকাণ্ডে 'টিম সুবীরেশ' খুবই পরিকল্পনা করে এই কাজ করত বলে তথ্যপ্রমাণ হাতে পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

রাজনীতিতে সততা না থাকলে মানুষ ঘৃণা করবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজনীতিতে সততা না থাকলে রাজনীতিবিদদের মানুষ ঘৃণা করবে। শুক্রবার নোয়াপাড়ার প্রয়াত কংগ্রেস বিধায়ক মধুসূদন ঘোষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ১৮ অগস্ট প্রয়াত হয়েছিলেন নোয়াপাড়ার কংগ্রেস বিধায়ক তথা উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মধুসূদন ঘোষ। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইছাপুরের নবাবগঞ্জে গঙ্গার তীরবর্তী গোপাল ভট্টাচার্য লেনে তাঁর বাড়িতে প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মধু দা রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন। বামজমানায় একবার নির্বাচনের দিন মধু দাকে লাইট পোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মধু দা কিন্তু ভোটে জিতেছিলেন। সাংসদের

কথায়, খুব ভালো মানুষ ছিলেন মধু দা। পিতা প্রয়াত সত্য নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে মধু দার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। বামপন্থার বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হয়েছিলেন মধু দা। সেবার তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে মধু দা জয়ী হয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের উদ্দেশ্যে সাংসদের বার্তা, মধুসূদন দাকে দেখে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নিতে হবে। তাঁর আদর্শ-নীতি মেনে চলতে হবে। সাদামাটা জীবনযাপন করে সাইকেলে চড়ে মানুষের ভালোবাসায় কিভাবে জেতা সম্ভব, তা মধু দাই দেখিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনপ্রিয় সাংসদ।

নৈহাটিতে মদ-গাঁজার আসর থেকে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদ-গাঁজার আসর থেকে দুই যুবককে হাতে নাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। নৈহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় শুক্রবার সকালের ঘটনা। অভিযোগ, সেন পাড়ায় একটি পরিত্যক্ত দ্বিতল বাড়ির বেশ কয়েকটি ঘরে দিবারাত্র আসর বসত মদ-গাঁজার। সেই ঠেকে ভিড় জমাতো বহিরাগতরা। এমনকি সেখানে মধুচক্রের আসর বসতো বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নেশারুদের উৎপাতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এদিন সকালে দুই নেশারু যুবক পরিত্যক্ত একটি ঘরে ঢুকতেই এলাকার লোকজন একজোট হয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে ওই যুবককে পাকড়াও করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলর নীলাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, এদিন সকালে টোটোয় চেপে দু'জন নেশাভান করতে পরিত্যক্ত ঘরে ঢুকেছিল। তখন এলাকার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বেহাল স্কুলের হাল, রাজ্যকে স্কুল সংস্কারের জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার আদালতের সামনে এল বেহাল শিক্ষায়তনের অবস্থা। এর আগে স্কুলে শিক্ষক আর ছাত্রের অনুপাত নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে আদালত। এবার সামনে এল স্কুলের বেহাল অবস্থার কথা। কোথাও জল নেই তো কোথাও স্কুলে ঢোকার রাস্তা পর্যন্ত নেই, এমনই অভিযোগ আসছে সামে। দিনের পর দিন পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখালেও কোনও সুরাহা হয়নি। এমন অভিযোগ সামনে আসতেই শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

সূত্রে খবর, শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমানের এক শিক্ষকের করা মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি স্কুলের এমন বেহাল অবস্থার কথা জানতে পারেন। এরপরই রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে স্কুল সংস্কারের টাকা রাজ্যকে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পশ্চিম বর্ধমানের রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক স্কুলের এক শিক্ষক মামলা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। ওই শিক্ষকের পদোন্নতি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা থাকায় আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। শুক্রবারের শুনানিতে প্রসঙ্গক্রমে বিচারপতি বিশ্বজিত বসু জানতে পারেন, স্কুল থেকে হস্টেলে যাওয়ার রাস্তা নেই ঠিক মতো, রয়েছে জলের সমস্যা, সুইপার বা স্কুল পরিষ্কার করার কোনও লোক নেই, হস্টেলে স্থায়ী সুপার নেই, নিরাপত্তারক্ষীও নেই। এমনকী আবাসিক পড়ুয়াদের খাবার দেওয়ার জন্য কোনও স্কিম না থাকায় অবাক হয় আদালত।

এর পাশাপাশি বিচারপতি এদিন এও জানতে পারেন, এই বেহাল দশা থেকে মুক্তির জন্য স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পড়ুয়ারা। এ কথা শুনে বিচারপতি বসু মন্তব্য করেন, স্কুলের শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সংঘাতের জেরে শিকেয় উঠেছে পড়ুয়াদের পড়াশোনা।

এদিকে এই মামলায় রাজ্যের তরফে এদিন আদালতে জানানো হয় যে ইতিমধ্যেই আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে স্কুল সংস্কারের জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা চেয়েছেন এডিএম। বিচারপতি বিশ্বজিত বসুর নির্দেশ, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা দিয়ে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

শিক্ষক বদলি নিয়ে পদক্ষেপ করল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই শিক্ষক বদলি নিয়ে পদক্ষেপ করল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। আপাতত ৪৯৩ জন স্কুল শিক্ষকের বদলি কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দপ্তরের তরফে। বদলি তালিকায় নাম ছিল ৬০৫ জনের। তাঁদের মধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে দপ্তরের বিশেষ বিবেচনায় বাদ গিয়েছে ১১২ জনের নাম। তাই বাকিদের বদলি হচ্ছেই। দপ্তরের নির্দেশের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই শিক্ষকদের বদলির অর্ডার গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের বদলির বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী সমিতি। মামলাটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে। তাতে বদলিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। তাতে উৎসাহিত

বদলি তালিকায় নাম ছিল ৬০৫ জনের। তাঁদের মধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে দপ্তরের বিশেষ বিবেচনায় বাদ গিয়েছে ১১২ জনের নাম। তাই বাকিদের বদলি হচ্ছেই।

হয়েই বদলি কার্যকরে পদক্ষেপ শুরু করেছে দপ্তর। তবে, মানবিকতার খাতিরে কিছু আবেদন খতিয়ে দেখার পরে ১১২ জনকে বদলি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের ২২ অগস্ট পর্যদে নথিসহ এসে ভেরিফিকেশনের পরে বদলির অর্ডার নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন আবার আদালতে সুবিধা করতে না পেরে এই অর্ডারের বিরোধিতা শুরু করেছে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী সমিতি।

বিধানসভায় হাজির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা, স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় হাজির হতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের। আগের থেকে বলে কয়ে নয়, একেবারে আচমকাই হাজির হন তাঁরা। এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা। কিন্তু কী বিষয়ে কথা হল, তা নিয়েই মুখে কুলুপ বিধানসভার স্পিকার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদেরও।

এদিকে সূত্রে যা খবর মিলছে তাতে জেলবন্দি বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেই বিধানসভায় গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কারণ, সাধারণত কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে গেলে, অধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হয়। তাই বিধানসভায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপস্থিতি নিয়ে জল্পনা তৈরি

হয়েছিল। বিধানসভার একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিধায়কের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে গেলে অধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার জন্যই তদন্তকারীরা গিয়ে থাকতে পারেন। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর, শিক্ষা দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে কারণেই স্পিকারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎবলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

বিধানসভা সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ইডি অফিসার হিসেবে পরিচয় পত্র দেখিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন প্রতিনিধিরা। স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে যান। এ ব্যাপারে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি কোনও কথা বলব না এ ব্যাপারে। কে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না আসবে, তা নিয়ে আমি কিছু বলব না। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। ইডি না সিবিআই কারা এসেছিল, সে ব্যাপারেও মুখ খুলতে চাননি তিনি।

এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেল হেপাজতে রয়েছেন বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর মোবাইল পরীক্ষা করার পর একাধিক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই বিধায়কের তদন্ত এগোচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

ইছাপুর মায়াপল্লিতে শুট আউট কাণ্ডে ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর মায়াপল্লির একদা ত্রাস রবিন দাস ওরফে ডন। গত ৩ অগস্ট সকালে ২১ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত ইছাপুর মায়াপল্লিতে রবিন দাস ওরফে ডনকে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনায় মায়াপল্লির কুখ্যাত অপরাধী নেপাল দাসের স্ত্রী পার্বতী দাস ওরফে পাখিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই শুট আউট কাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। সূত্র বলছে, নেপাল দাসের সঙ্গে ডনের পুরনো বিবাদের জেরেই এই গুলির ঘটনা। এলাকার দখলদারি, জমি-জায়গার দালালি ও অবৈধ ধান্দা নিয়ে নেপাল গোষ্ঠীর সঙ্গে ডন গোষ্ঠীর কাজিয়ার জেরেই এই ঘটনা বলে সূত্রে খবর। যদিও নেপাল জেলবন্দি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ভোরে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা

এলাকা থেকে পুলিশ রানা মণ্ডল, ঝন্টু রাজবংশী ও প্রদীপ রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করে। সূত্র বলছে, ধৃতেরা নেপাল ঘনিষ্ঠ।

ধৃতদের জেরা করেই পুলিশি জানতে পারে ঘটনার মাস্টার মাইন্ড একদা মায়াপল্লির ত্রাস নেপাল দাসের স্ত্রী পার্বতী। পার্বতী ছাড়াও এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সম্পাদকীয়

নিজের তৈরি নিয়ম কখনও নিজেরই জন্য কি অন্যরকম হওয়া উচিত হয়েছে?

সম্প্রতি দেশের শীর্ষ অডিট সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) লোকসভায় তাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেছে। এই বেনিয়ম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানেই। বিপিএল নাগরিকদের জন্য পেনশন প্রকল্পের অর্থের ঢালাও অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে ক্যাগ। রিপোর্টে প্রকাশ, ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ টানা পাঁচবছর ধরে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির (এনএসএপি) টাকা অন্য একাধিক প্রকল্পের প্রচারে খরচ করেছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। প্রবীণ, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য পেনশন প্রকল্প এনএসএপির অন্তর্ভুক্ত। রিপোর্টে এই ভাতা খাত থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা কেটে অন্য খাতে খরচের উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এনএসএপির আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে পেনশন বণ্টনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দের ৩ শতাংশ প্রশাসনিক কাজে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত থাকে। এনএসএপির আওতায় তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের জন্য নির্ধারিত ২.৮৩ কোটি টাকা অন্য কিছু প্রকল্পের প্রচারের জন্য সরানো হয়েছে। ফলে এই কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে সচেতন করা সম্ভব হয়নি। এতে আখেরে বঞ্চিত হয়েছেন সম্ভাব্য সুবিধা প্রাপকরা। এছাড়া মোট ৫৭.৪৫ কোটি টাকার তহবিল ছয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ওই রাজ্যগুলি হল;রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, গোয়া ও ওড়িশা। হিসেব অনুযায়ী, ওই সময়কালে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে হয় আংশিক সময়ের জন্য, নয়তো পুরো টার্ম ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। রিপোর্টে উদাহরণ হিসেবে বিহারে 'ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা' প্রকল্পে রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রদেয় অর্থ অন্য খাতে সরানোর উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্থানেও ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারিতে ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট প্রকল্পের অর্থে অন্য প্রকল্পের গ্রাহকদের জীবন বিমার প্রিমিয়াম মেটানো হয়েছে। ২০১৭-র জানুয়ারিতে দেশজুড়ে গ্রামোন্নয়নের সমস্ত প্রকল্প নিয়ে প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য তিন কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় মনরেগা তহবিল মারফত। সেই নীতি লঙ্ঘন করে টাকাটা নেওয়া হয় এনএসএপি তহবিল ভেঙে। অথচ সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির কোনও প্রকল্পকে প্রচারের আওতায় রাখা হয়নি। এমনকী, যোগ্য সুবিধা প্রাপকদের চিহ্নিত করা এবং পেনশন বরাদ্দে বিলম্বের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে ক্যাগ। ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৯৩ হাজার পেনশন প্রাপক বঞ্চিত হয়েছেন, বঞ্চনার আর্থিক অঙ্ক প্রায় ৬২ কোটি টাকা। ৭০ কোটিরও বেশি টাকা চলে গিয়েছে অযোগ্যদের হাতে। এমনকী, ১৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৪৩ কোটি টাকা কম পেনশন পেয়েছেন প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক খারাপ হয় যতগুলি কারণে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল ফান্ড ডাইভারশন বা নির্দিষ্ট খাতের টাকা অন্য প্রকল্প বা খাতে ব্যবহার। এজন্য তারা রাজ্যকে চিঠি দিয়ে সতর্ক ও ভর্ৎসনা করে। এমনকী, রাজ্যের টাকা বারবার আটকেও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই একই অপরাধ কেন্দ্র কীভাবে করে? নিজের তৈরি নিয়মটা নিজেরই জন্য আলাদা! এরপরে রাজ্যগুলির দিকে আঙ্গুল তোলার কোন যোগ্যতা ও অধিকার কেন্দ্রের থাকতে পারে?

জন্মদিন

আজকের দিন

নন্দনা সেন

১৯৫০ *বিশিষ্ট প্রকৌশল শিক্ষক ও লেখক সুধা মূর্তির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট লেখক ও অভিনেত্রী নন্দনা সেনের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট মডেল ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুরিমা তুলির জন্মদিন।*

অসুস্থ বুদ্ধবাবুকে ঘিরে কেন এতো আগ্রহ

গৌতম রায়

বুদ্ধবাবুর অসুস্থতা ঘিরে গত কয়েকদিন সংবাদমাধ্যম যথেষ্ট ব্যস্ত ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অসুস্থতা ঘিরে ইতিবাচক, নেতিবাচক অনেক রকম আলোচনা তিনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে সংবাদমাধ্যমে অবিরত চলছে। সেই সব আলোচনার যথার্থতা ঘিরে পুনরালোচনায় না গিয়ে যে কথাটা বলতে পারা যায়, সেটি হল; মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে ১২ বছরেরও বেশি সময় সরে যাওয়ার পর, আজও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে প্রবল আগ্রহ বুদ্ধদেব বাবুকে ঘিরে তাঁর এই অসুস্থতার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম, তা থেকে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে ,এই রাজ্যের রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতায়, রাজনীতির জগত থেকে শারীরিক কারণে বর্তমানে অনেক দূরে অবস্থান করা বুদ্ধদেব বাবু কিন্তু এখনো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্য গগনে অবস্থানের মতই নিজেকে ব্যাপত রাখতে পেরেছেন।

আমাদের মনে আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সেই ঐতিহাসিক উক্তি, 'কেউ মনে রাখে না।' বুদ্ধদেব বাবুর সাম্প্রতিক অসুস্থতা ঘিরে সাধারণ মানুষের যে ভাবনা-চিন্তা, তাঁকে ঘিরে আগ্রহ-অনাগ্রহ, সামাজিক গণমাধ্যম থেকে পেশাদার সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন স্তর, সেখানে যে আলাপ আলোচনা, তা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় ,অন্তত বুদ্ধদেব বাবুকে ঘিরে জ্যোতিবাবুর,'কেউ মনে রাখা রাখে না', এই আপ্তবাক্য কার্যত ভুল বলেই প্রমাণিত হয়েছে!

বুদ্ধদেববাবু প্রমাণ করতে পেরেছেন বাঙালি আত্মবিস্তৃত নয়। বাঙালি বিতর্ক ভালবাসে। বাঙালি তর্ক করে — এতো সবের ভেতরেই যাঁরা সমাজের বুকে একটা 'দাগ' রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই মানুষদের ঘিরে আগ্রহ, চর্চা ,শ্রদ্ধা, ভালবাসা আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি বাঙালির মন থেকে।

স্বামী বিবেকানন্দকে ভাববাদী বলে বুদ্ধদেববাবুর একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলা বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিবেকানন্দের একটি উক্তি দিয়েই বুদ্ধদেববাবুকে ঘিরে আজও মানুষের যে আগ্রহ, সংবাদমাধ্যমের যে চর্চা ,তার ব্যাখ্যা করা যায়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'মানুষ হয়ে এসেছ একটা দাগ রেখে যেও।'

নিঃসন্দেহে বলা যায় কারুর পছন্দ হোক বা না হোক, সেই উচ্চতাটা বুদ্ধদেব বাবু রাখতে পেরেছেন বলেই তিনি যে সমাজের বুকে একটা 'দাগ' একটা রাখতে পেরেছেন, সাম্প্রতিক অসুস্থতার সময় তাঁকে ঘিরে সর্বস্তরের মানুষদের ভেতরে যে আলাপ, আলোচনা, আলোড়ন, শুভেচ্ছা কামনা — তার ভেতর থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বুদ্ধদেববাবু একটা ভিন্ন মাত্রার মুন্সিয়ানা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বিধানচন্দ্র রায়ের যে আভিজাত্য ছিল সেই আভিজাত্যের ধারা সিদ্ধার্থশংকর রায় বা জ্যোতি বসু বহন করলেও আভিজাত্যের সেই আঙ্গিক নিয়ে কখনো প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়ের মত মানুষরা, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক জীবনকে প্রবাহিত করেননি। প্রফুল্লচন্দ্রের যে অতি সাধারণ যাপন চিত্র তা কিন্তু আজকের মমতা ব্যানার্জির মত বিজ্ঞাপনের সামগ্রী ছিল না। সহজ সরল জীবন যাপন, আর উচ্চ চিন্তা — এই দুয়ের যে সমন্বয়, তাকে কখনো আলাদা করে রাজনৈতিক কলকে পাওয়ার জন্য বিপণনের সামগ্রী করে তুলতে হবে- এটা জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারায় প্রবাহিত রাজনীতিকরা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।

বুদ্ধদেববাবু প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজন্মের মানুষ না হলেও সেই ভাবধারার এক সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে তিনি নিজের গোটা রাজনৈতিক জীবনটাকে প্রবাহিত করেছিলেন। এই প্রবাহমানতার মধ্যে গতির প্রশ্নে বিতর্ক ছিল ,আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পি সি সরকারের ম্যাজিকের মতো জাদু দন্ড দিয়ে একদিনে যে গোটা ব্যবস্থাটাকে বদলে দেওয়া যায় না, এই বাস্তববোধ তাঁর কতখানি ছিল, সে ঘিরে এখনো যেমন আলাপ-আলোচনা আছে, ভবিষ্যতেও যাঁরা সেই সময়কাল নিয়ে গবেষণা করবেন, তাঁদের আলোচনাতেও সেই বিষয়গুলি উঠে আসবে। স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন , সেই উদ্যোগ ঘিরে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। বিতর্ক যারা তোলেন, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে সেই বিতর্ক তাঁরা তোলেন ।কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই উদ্যোগের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গুলি তিনি নিয়েছিলেন, সেসব সিদ্ধান্ত সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক রাজনীতির পক্ষে কতখানি অনুকূল ছিল ,আর কতখানিই বা প্রতিকূল ছিল — এগুলি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিতর্ক ছিল ,আছে, থাকবে।

এই সমস্ত বিতর্কের ভাবনাকে চেতনায় রেখেই বলতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব বাবু যে পরবর্তী পাঁচ বছরে, এই রাজ্যে শিল্প, কর্মসংস্থান, সর্বোপরি অর্থনীতির সম্ভাবনা ঘিরে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই সেই বিভীষিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আর আজ তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১২ বছর পর সেই বিভীষিকা কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে পঙ্গু করেছে, সেটা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি।

গত ১২ বছরে পশ্চিমবঙ্গে আদৌ কর্মসংস্থানের কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। একটি নতুন শিল্প এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইমফোসিস ইত্যাদিকে নিয়ে বুদ্ধদেববাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার সবই প্রায় এখন কার্যত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। এ রাজ্যে শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এখানে কোনোরকম সম্মানজনক বেতনের চাকরি পাচ্ছে না। সবাই পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। আর যারা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাননি, কায়িক শ্রম নির্ভর অর্থসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত, সেই সব মানুষরা তো প্রায় বন্যার মত পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ এখন কার্যত একটি বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এখানে কোনরকম কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, আর তাঁদের বৃদ্ধ বাবা মায়েরা অসহায় ভাবে একাকিত্বে এই রাজ্যে কোনোরকম ভাবে দিনাতিপাত করছেন।

বুদ্ধদেববাবু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, কর্মসংস্থানের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে উদ্যোগ যদি বাস্তবায়িত হতো, তবে আজকের পশ্চিমবঙ্গ ,যে এভাবে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হতো না, তা তাঁর এই সাম্প্রতিক অসুস্থতার ঘিরে, তাঁর পক্ষের-বিপক্ষের সব অংশের মানুষদের ভেতরে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছে, তার মূল সূত্র কিন্তু এটাই।

জ্যোতিবাবু তাঁর দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে যে ধারায় প্রশাসনকে পরিচালিত করেছিলেন, সেই সময়ের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে তার কোনো বিকল্প ছিল না। মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মাশুল সমীকরণ নীতি থেকে শুরু করে লাইসেন্স রাজের যে ভয়ংকর নাগপাশ, তার গহ্বর থেকে বের করে এনে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ,বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মতো বিষয়গুলিকে তিনি বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। নিউটাউন উপনগরী নির্মাণ জ্যোতিবাবুর প্রশাসনিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

এই উপনগরী নির্মাণের ক্ষেত্রে বহু মানুষকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে অন্য জায়গায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। ভারতে একদল পরিযায়ী এনজিও ব্যক্তিত্বরা আছেন, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যেকোনো ধরনের উন্নয়নের সঙ্গেই সংঘাত ঘটিয়ে, একটা বিতর্ক তৈরি করতে চান। পুনর্বাসনের জায়গাটিকে কার্যত মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে, কেবলমাত্র উচ্ছেদের বিষয়টিকেই বড় করে দেখিয়ে, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চান।

নিউ টাউন উপনগরি নির্মাণের ক্ষেত্রেও এমন পরিযায়ী এনজিও ব্যক্তিত্বেরা নানা ধরনের প্রচেষ্টা, পরিবেশ রক্ষায় ইত্যাদির নাম করে চালিয়েছিল। কিন্তু সেখানে পুনর্বাসনের কাজটি প্রতি জ্যোতিবাবু তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে এতটাই সফলভাবে করেছিলেন যে, ওইসব এনজিওওয়ালাদের ছেঁদোযুক্তি সেখানে কোনোভাবেই আর টেকেনি।

বুদ্ধদেব বাবুর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বাধা দানের আগে এই পরিবেশ রক্ষার নাম করে এনজিও কর্মীরা প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে মমতা, বিজেপি, কংগ্রেস সব দল এবং বিশেষ করে নকশালরা, যারা বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তি বুদ্ধদেব বাবুর কাছ থেকে বহু ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়েছে, তারাও এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান ঘিরে তাদের কোনো ভাবনা চিন্তা সুনির্দিষ্ট দিশা দেখা যায় না। এখানকার শিল্পায়ন ঘিরে তাদের মধ্যে কোনরকম হেলদোল টের পাওয়া যায় না। সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিয়ে এরা আদৌ চিন্তিত নন। কেবলমাত্র মুসলমানের জমি উচ্ছেদ করা হচ্ছে— এই সত্য মিথ্যা জড়ানো প্রোপাগান্ডাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারা।

এই গোটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ২০০৮ সাল থেকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হল, সেই অস্থিরতার জের আমরা আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এমনকি আগামী ৫০ বছরেও সেটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো কিনা সন্দেহের বিষয়।

বুদ্ধবাবু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আগামী দিনের ভাবনা ভেবে তিনি আতঙ্কিত, কি ভয়ংকর ভবিষ্যৎ আসছে। সেই চিন্তা যে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল, সেগুলি আর ও চরম বাস্তব হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল যে ,আশঙ্কা যে বিপদের সম্ভাবনার দোলা চালের কথা বুদ্ধবাবু আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে বলেছিলেন, সেই আশঙ্কা বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া বুদ্ধদেববাবু দরকার ছিল, সেটা কি তিনি নিয়েছিলেন? — এই প্রশ্নটা কিন্তু তাঁর হিতাকাঙ্খি এবং তাঁর সমালোচক ,সব ধরনের রাজনৈতিক ভাবনার মানুষদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে ।

বুদ্ধদেববাবু সম্বন্ধে সেগুলির বাস্তবতা আর কল্পনা এসব বিতর্কে না ঢুকে একটা কথা বলতেই হয় যে ,তাঁর নিজের দলের ইন্টেলিজেন্সির উপর নির্ভরতা কমিয়ে, কেবলমাত্র প্রশাসনে, তাঁর পছন্দের হাত গুন্তী কয়েকজন লোক, তাঁদের ইন্টালিজেন্সির উপর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর অধিক নির্ভরতার যে কথা শোনা যায়, তার যদি কোনো বাস্তবতা থাকে, সেই বাস্তবতাকে আজকের এই মহাসংকটের জন্য দায়ী করা যায়।

অবশ্য তাঁর পার্টি ইন্টালিজেন্সির ক্ষেত্রে একটা কথা বলতেই হয়, তাঁর দলটি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকবার ফলে সেখানে এমন ধরনের মানুষজনের হাতে নিয়ন্ত্রণের রাশটা চলে গিয়েছিল যে , জ্যোতি বাবুর আমলের পার্টি ইন্টেলিজেন্সি আর বুদ্ধদেববাবুর আমলের পার্টি ইন্টেলিজেন্সি এক থাকতে পারে নি।

অনেকের কাছে এটাও প্রশ্ন, দলের ভেতরে প্রকৃত বন্ধুদের চিনতে কি বুদ্ধদেববাবু কখনো কখনো ভুল করেছিলেন? এই প্রশ্নটা সাধারণ মানুষের কাছে এই কারণে ওঠে যে, তাঁর মন্ত্রিসভায় একটা সময়ে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মন্ত্রী মোহাম্মদ সেলিম কে কেন রাজ্য রাজনীতিতে ওইভাবে দীপ্তমান হয়ে ওঠার সময়েই আবার জাতীয় রাজনীতিতে ফিরে যেতে হল? নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের সংকটকালে সেলিম যদি রাজ্য প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থেকে বুদ্ধ বাবু কে পরামর্শ দিতেন, সহযোগিতা করতেন ,তবে কি এত বড় সংকটে আজ পশ্চিমবঙ্গ পড়তো?

সিঙ্গুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে দিনের পর দিন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা যখন অবস্থানে বসেছিলেন, সেলিম যদি তাঁর দলের গণসংগঠনের ছাত্র যুবদের নিয়ে মমতা সেই অবরোধ মুখী একটি পদযাত্রার আহ্বান করতেন, তাহলে কি মমতার সাহস হতো সেই অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার? নন্দীগ্রাম পর্বে মমতার পরেই রাজ্যস্তরে যে তৃণমূল নেতার নামটা খুব শোনা যেত, তৎকালীন তৃণমূল আর এখন তৃণমূল না বিজেপি বুঝতে পারা যায় না, সেই মুকুল রায় কিন্তু একা নিজের গাড়িতে নন্দীগ্রামে যেতে ভয় পেতেন। মমতার অনুরোধে বর্তমান সাংসদ অর্জুন সিং নিজের গাড়ির সাওয়ারি করতেন মুকুল বাবুকে।

সেদিন মমতার শিল্পায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে যে কর্মকাণ্ড, তাকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি কিন্তু সিপিআই(এমে)র ছিল। কিন্তু সেই শক্তি কি ব্যবহার করবার প্রশ্নে সিপিআই(এমে)-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিলেন? রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জেদের সঙ্গে কৌশল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিরোধী নেতা থাকাকালীন জ্যোতি বাবুকে আমরা বহু ক্ষেত্রে 'জেদি' হিশেবে দেখেছি। কিন্তু সেই জ্যোতিবাবুকেই যে প্রশাসনিক, উন্নয়নমুখী কর্মসূচি ফলপ্রসূ করবার প্রশ্নের কৌশলী হতে আমরা তার গোটা প্রশাসনিক পর্বে বারবার দেখেছি। সেই কারণেই জ্যোতিবাবু সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক বিরোধিতা, ইন্দিরা গান্ধী থেকে রাজীব গান্ধী হয়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী,নানা ধরনের অসহযোগিতা কে নিজের জেদ এবং গভীর বাস্তববোধ আর কৌশলী রাজনৈতিক পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

বুদ্ধদেববাবু প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজন্মের মানুষ না হলেও সেই ভাবধারার এক সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে তিনি নিজের গোটা রাজনৈতিক জীবনটাকে প্রবাহিত করেছিলেন। এই প্রবাহমানতার মধ্যে গতির প্রশ্নে বিতর্ক ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পি সি সরকারের ম্যাজিকের মতো জাদু দন্ড দিয়ে একদিনে যে গোটা ব্যবস্থাটাকে বদলে দেওয়া যায় না, এই বাস্তববোধ তাঁর কতখানি ছিল, সে ঘিরে এখনো যেমন আলাপ-আলোচনা আছে, ভবিষ্যতেও যাঁরা সেই সময়কাল নিয়ে গবেষণা করবেন,তাঁদের আলোচনাতেও সেই বিষয়গুলি উঠে আসবে। স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন , সেই উদ্যোগ ঘিরে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। বিতর্ক যারা তোলেন, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে সেই বিতর্ক তাঁরা তোলেন ।কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই উদ্যোগের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গুলি তিনি নিয়েছিলেন, সেসব সিদ্ধান্ত সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক রাজনীতির পক্ষে কতখানি অনুকূল ছিল , আর কতখানিই বা প্রতিকূল ছিল — এগুলি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিতর্ক ছিল ,আছে, থাকবে। এই সমস্ত বিতর্কের ভাবনাকে চেতনায় রেখেই বলতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব বাবু যে পরবর্তী পাঁচ বছরে, এই রাজ্যে শিল্প, কর্মসংস্থান, সর্বোপরি অর্থনীতির সম্ভাবনা ঘিরে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই সেই বিভীষিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আর আজ তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১২ বছর পর সেই বিভীষিকা কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে পঙ্গু করেছে, সেটা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হলো এক বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে এক বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র শোকের ছায়া পরিবারে। মৃতের নাম বিজয় ওরাও (১৪)। বাড়ি আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তেলী পাড়ায়। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ পুজো উপলক্ষে দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবোরিরা দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায় মা মনসা মন্দিরের পুজো ঘিরে এদিন সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় ছিল। নদীতে স্নান করে ভক্তরা মন্দিরে পুজো দিচ্ছিলেন। চাপিপাড়া সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের পরিত্যক্ত বালি খাদানে পুণ্যার্থীরা এদিন সকাল থেকে স্নান করছিলেন। বিজয় সমবয়সি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দুপুরে স্নান করতে নামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নদের বালি খাদানে সেইসময় যথেষ্ট ভিড় ছিল। জলের স্রোতে ওই কিশোরের গামছা কিছুটা দূরে ভেসে যায়। সেটা আনতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ডুবুরির আসতে দেরি করায় চাপিপাড়ার বাসিন্দারা নিজেরাই জলে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরেও ডুবুরি না আসায় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঘণ্টাখানেক পরে ডুবুরি এলে দেহ উদ্ধার হয়। মৃত বালকের দিদি প্রিয়াঙ্কা ওরাও বলেন, ঘটনার সময় নদীর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম। ভাই ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমার পিছনে ছিল। নদীতে কখন নেমে যায় খেয়াল করিনি। চিৎকার চেঁচামেচিতে নদীর ঘাটে ছুটে যাই। জানতে পারি ভাই নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। সেই সময় ঘাটে অনেকেই স্নান করছিলেন। খেয়াল রাখলে এমন ঘটনা ঘটত না। সবমিলিয়ে মৃত বালকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যুকে খুন বলে দাবি সুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে, মাথা নিচু করে থাকতে হচ্ছে। এটা নির্দ্বিধায় খুন, খুন করা হয়েছে গ্রাম থেকে যাদবপুরে পড়তে যাওয়া ছাত্রকে।' এদিন নদিয়ার রানাঘাটে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই দাবি করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেন মৃত ছাত্রের মা-বাবা এবং মামার সঙ্গে। ছাত্র মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তৃণমূলের শিক্ষামন্ত্রী সহ পাঁচজনের প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। শুক্রবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব আসেন। ঠিক সেই রকমই সুজন চক্রবর্তীও এদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন।

এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে একহাত নেন তিনি। তিনি দাবি করেন, 'যাদবপুরের ছাত্রকে খুন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হস্টেলে প্রাক্তনীরা গুন্ডাগিরি করে বেড়ায়। আমরা মৃত ছাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানাই এবং শাস্তি চাই।' সুজনবাবু আরও দাবি করেন, 'বিভিন্ন হস্টেলগুলি র‍্যাগিং মুক্ত করতে হবে। আমরাও চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল গুলিতে সিসিটিভি বসানো হোক।'

চাকদহ পৌরসভা কার্য্যালয়
পোঃ- চাকদহ, জেলা- নদীয়া
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ১৮/০৮/২০২৩

এতদ্বারা সর্বসাধারণ নাগরিকবৃন্দের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, চাকদহ পৌরসভার অধীনে ১৯নং ওয়ার্ডে ৩১নং জয়কৃষ্ণপুর মৌজায় ৫৪৮নং দাগে ১৩৩/১ খতিয়ানভুক্ত জমিতে রেডক্রসের অধীনে ৩৮ শতক জায়গা আছে। তারমধ্যে ৩৩ শতক জায়গা **চাকদহ পৌরসভাকে হেলথ্ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার (সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র)** তৈরী করার উদ্দেশ্যে **রেডক্রস কর্তৃপক্ষ** দান করেছেন। এ বিষয়ে সাধারণ নাগরিকবৃন্দের প্রতি আবেদন, উপরে উল্লেখিত ঐ রেডক্রসের জায়গায় সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে যে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করা হবে, সেই জায়গা নিয়ে কারো কোনরূপ আপত্তি কিম্বা কোন দাবীদার থাকলে উপযুক্ত এবং বৈধ তথ্য প্রমাণ/নথি-পত্রাদি সহ আগামী **২৮/০৮/২০২৩** তারিখের মধ্যে পৌরকরণে **নির্বাহী আধিকারিক** মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।
উল্লেখিত তারিখ অতিক্রান্ত হলে আর কোন আবেদন/আপত্তি পৌরকর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে না।

নির্বাহী আধিকারিক
চাকদহ পৌরসভা, চাকদহ নদীয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **২০.০৯.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, নিচে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স কবির টেক্সটাইল ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার: স্বত্বাধিকারী- জগবন্ধু দেবনাথ বন্ধকদাতা তথা জামিনদার : শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবনাথ, স্বামী-প্রয়াত মনোরঞ্জন দেবনাথ সবার ঠিকানা: রামনগর -১, মিলনবাগান স্কুল লেন, রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১২০১। খ) রানাঘাট শাখা	কাঠামো সহ কমবেশি ৫.২ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-আইশতলা-তে অবস্থিত, জেএল নং ১১৪, খতিয়ান নং আরএস ১৩১৮, ১৩৩২ এলআর ৪৫ (বর্তমান এলআর ৪৯৯৪ প্লট নং আরএস ৭৩২, এলআর ১৮৭৬, রামনগর (জিপি) এর অধীন, জেলা-নদীয়া, গিফট ডিড নং ৩৬৭৮ এবং চেইন ডিড- ৩৬৫৯ তারিখ- ২৩ ০৬.২০১৫ এবং ২৭.০৪ ২০১২ যথাক্রমে, এডিএসআরও রানাঘাট-১-এ **শ্রীমতী জ্যোৎসনা দেবনাথ এর নামে নিবন্ধিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ৮ ফুট মেটাল রোড, দক্ষিণ - চম্পা রায়ের সম্পত্তি, পূর্ব- খোকন ভৌমিকের সম্পত্তি, পশ্চিম- প্রয়াত কিরণ দেবনাথের সম্পত্তি দ্বারা।	৪২,২১,১১৯.৭৪ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার একশো উনিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) [বিবি + এমওআই = ৩৬,৫০,৯২১.২৪ টাকা + ৫৭০১৯৮.৫০ টাকা] **১৬.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ / চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) ২৭,৮০,০০০.০০ টাকা (*) (সাতাশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৭৮,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ অতাত্তর হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30076570582 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল
২.	ক) ঋণগ্রহীতা: শ্রী কামরেজ মহলদার বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: শ্রী কামরেজ মহলদার জামিনদার- ছবি খাতুন সবার ঠিকানা: গ্রাম- রামবাগ, পোস্ট ও থানা - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ খ) ভগবান গোলা শাখা	মৌজা- মহিষাস্থলী, জেএল-০৬, প্লট নং-আরএস এবং এলআর-৩৮৪, খতিয়ান নং-এলআর-৯৬১৮ এ খোলা জমি এবং ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির প্রকৃতি- ভিটি, জমির পরিমাপ- ১০.৭৫ ডেসিমেল গ্রাম রামবাগ -এ, পোস্ট ও থানা- ভগবানগোলা, ভগবানগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে ভগবানগোলা থেকে আখরিগঞ্জ মেটাল রোড, দক্ষিণে - সোলেমান মহলদারের জমি, পূর্বে- মিহির রায়, পশ্চিমে - সুব্রতী প্রামাণিক দ্বারা।	২৫,২৫,৯৭৯.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শো উনআশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৮,৮৭,১৬৪.০০ টাকা + ৬,৩৮,৮১৭.০০ টাকা) **১৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ / চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) ২৭,৯০,০০০.০০ টাকা (*) (সাতাশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB301449554431 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২০.০৯.২০২৩; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস ibapiop@@mstcecommerce.com, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৬.০৮.২০২৩ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ১৭.০৮.২০২৩ (ক্র. নং ২ -এর জন্য) / স্থান : বহরমপুর — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — বারাসাত জোনাল অফিস — অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতারা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুন্ডিপুকুর শাখা** থেকে নীচের উল্লিখিত সুরক্ষিত ঋণগুলি গ্রহণ করেছেন নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা সংশ্লিষ্ট ঋণ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত হয়ে পড়েছে, তাই তাদের ঋণগুলিকে আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুন্ডিপুকুর শাখার** কাছে তাদের বকেয়া পরিমাণগুলি নিম্নলিখিত সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিমাণের উপর আরও সুদও প্রযোজ্য হিসাবে প্রদেয় হবে এবং তাদের নিজ নিজ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে চার্জ করা হবে।

সুবিধার প্রকৃতি	ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং জামিনদার/বন্ধকদাতা	ক) বকেয়া পরিমাণ তারিখ (ইউসিআই ০৬/০৭/২০২৩ পর্যন্ত) খ) এনপিএ এর তারিখ গ) অনুমোদিত সীমা	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ
ক্যাশ ক্রেডিট লোন ৪৩৩৯৩০১১০০০০১৯৫	**ঋণগ্রহীতা: জনাব আব্দুল রোউপ আনচারী** জনাব আবদুর রাজ্জায়ী আনচারী গ্রাম ও পোস্ট - চাঁদপুর, থানা- দেগঙ্গা, পিন- ৭৪৩৪২৪, ২৪ পরগনা (উঃ) জামিনদার : বন্ধকদাতা **মিসেস আনোয়ারা খাতুন বিবি** স্বামী- জনাব আব্দুল রোউপ আনচারী গ্রাম ও পোস্ট - চাঁদপুর, থানা- দেগঙ্গা, পিন- ৭৪৩৪২৪, ২৪ পরগনা (উঃ)	ক) ১২,৯১,৫৮৯.৫৬ টাকা + ইউসিএই ০৭.০৭.২০২৩ থেকে কার্য্যকর খ) ২৩.০৫.২০১৯ গ) ৯,০০,০০০/- টাকা	ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরিত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাঙ্কে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পত্তির বিশেষ): তৌজি নং ২০০৭, জেএল নং ৫৯, খতিয়ান- নং ১৭২০, প্লট নং ৮৪, মৌজা বরগাছিয়ার অধীনে, চাঁদপুর হাই মাদ্রাসার পাশে অবস্থিত ০.০৩ একর জমির দোকান ও গোডাউন এর বন্ধক যা অ্যাকাউন্টের জামিনদার মিসেস আনোয়ারা খাতুনের নামে আছে।

১. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্টকে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি ২৩/০৫/২০১৯ থেকে ।**
২. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে **১২,৯১,৫৮৯.৫৬/- টাকা (চুক্তিবদ্ধ বকেয়া ০৬.০৭.২০২৩ পর্যন্ত) ব্যাঙ্কে পরিশোধ করে আপনার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আরও সুদের সাথে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বার্ষিক ১০.৯৫% হারে মাসিক অবশিষ্টের উপর, এবং ব্যাঙ্কের করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচগুলি সহ,** যা ব্যর্থ হলে আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করব ফল এবং ফলাফলের ঝুঁকিগুলি উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
৩. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য উপরের মতো আপনার দায়ভার বহন করার আহ্বান জানাচ্ছি। , অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি মনে রাখবেন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের মুক্ত করার অধিকার শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তি।
৪. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য কোনো পাওনা সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে প্রদান করা হবে।
৫. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা বন্ধক বা অন্যথায় যেকোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৭. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার।
৮. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করে করা হয়েছে।

স্থান: সুন্ডিপুকুর
তারিখ: ০১.০৮.২০২৩
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank (Govt. of India Undertaking) — Oriental — United
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

সার্কেল Sastra : পূর্ব মেদিনীপুর
পো. তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ৬৩৬, ই-মেল : cs8300@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) দুর্গাচক শাখা (০৮৭২২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেসার্স এটিএস এনার্জি স্বত্বা :- তাহিরা বেগম স্বামী শেখ সিরাজ আলি জামিনদাতা : শেখ সিরাজ আলি পিতা শেখ আর্সাদ আলি	জমি এবং ফাক্টরি শেড এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং ১৮৯০, ১৮৯৭, ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ জেএল নং ১৫২,খতিয়ান নং ২৯১৪ এবং ২৯১৫ শেখ সিরাজ আলি, পিতা শেখ সাহেদ আলি এবং শ্রীমতি তাহিরা বেগম স্বামী শেখ সিরাজ আলির নামে যৌত মোট এরিয়া -৫৮ ডেসিমেল, মৌজা- দিগহাসিপুর, পো- চকদ্বীপ, থানা-ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, (বিক্রয় দলিল নং ২২১০-২০১৩ সালের, তারিখ ২২.০৩.২০১৩, ৪৬০৫-২০১২ সালের তারিখ ০৫.০৭.২০১২, ৪৬০৬-২০১২ সালের তারিখ ০২.০৭.২০১২, ৪৬০৩- ২০১২ সালের তাং ০২.০৭.২০১২ এবং ৪৬০৪-২০১২ সালের তাং ০৬.০৭.২০১২, অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : চলার পথ এবং কালীপ্রসাদ ভৌমিকের ভবন, দক্ষিণে: এন এইচ ৪১ হলদিয়া রোড, পূর্বে : বিষ্টুপদ কাপাতের ভবন, পশ্চিমে : চলার পথ এবং শুভ্র গুপ্তর ভবন সমন্বিত।	ক) ১২.০৬.২০২৩, খ) ১৬.০৮.২০২৩, গ) ৭৯,৬৩,২২৩.৭৯ টাকা (উনআশি লাখ তেষট্টি হাজার দুইশত তেইশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী এংব পরবর্তী সুদ।
২.	ক) দুর্গাচক শাখা (০৮৭২২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেসার্স এটিএস এনার্জি স্বত্বা :- শেখ আবু তাহের জামিনদাতা : সিরাজ আলি এবং তাহিরা বেগম	জমি এবং ফ্যাক্টরি শেড এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং ১৮৯০, ১৮৯৭, ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ জেএল নং ১৫২,খতিয়ান নং ২৯১৪ এবং ২৯১৫ শেখ সিরাজ আলি, পিতা শেখ সাহেদ আলি এবং শ্রীমতি তাহিরা বেগম স্বামী শেখ সিরাজ আলির নামে যৌত মোট এরিয়া -৫৮ ডেসিমেল, মৌজা- দিগহাসিপুর, পো- চকদ্বীপ, থানা- ভবানীপুর,জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, (বিক্রয় দলিল নং ২২১০-২০১৩ সালের, তারিখ ২২.০৩.২০১৩, ৪৬০৫ -২০১২ সালের তারিখ ০৫.০৭.২০১২, ৪৬০৬-২০১২ সালের তারিখ ০২.০৭.২০১২, ৪৬০৩- ২০১২ সালের তাং ০২.০৭.২০১২ এবং ৪৬০৪-২০১২ সালের তাং ০৬.০৭.২০১২, অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : চলার পথ এবং কালীপ্রসাদ ভৌমিকের ভবন, দক্ষিণে: এন এইচ ৪১ হলদিয়া রোড, পূর্বে : বিষ্টুপদ কাপাতের ভবন, পশ্চিমে : চলার পথ এবং শুভ্র গুপ্তর ভবন সমন্বিত।	ক) ১.০৬.২০২৩ খ) ১৬.০৮.২০২৩ গ) ২৫,৬০,৩৬৮.৩০ টাকা (পঁচিশ লাখ ষাট হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) টাকা ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী এংব পরবর্তী সুদ।
৩.	ক) হলদিয়া পিসিসি শাখা (৩০৩৬০০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : দেবাশিস মাইতি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত হোল্ডিং/প্রেমিসেস বসবাসের ভবন, জেএল নং ১৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১, প্লট নং ১১৭, মোট এরিয়া ৬.০০ ডেসিমেল, প্রকৃতি -বাস্ত, মৌজা - হাতিবেড়িয়া, ক্ষুদিরামনগর, শ্রাবণী ব্লক, থানা - হলদিয়া, সাব ডিভিশন-হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআর সুতাহাটা, দলিল নং ৫৮৪১- ২০০৭ সালের তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭ (সম্পাদিত)। মালিক : দেবাশিস মাইতি। সম্পত্তির চৌহদ্দি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী : উত্তরে : বাপান মন্ডলের ভবন (প্লট নং ১১৬), দক্ষিণে : অমল মাইতির ভবন (প্লট নং ১১৮), পূর্বে : অমল বেরার ভবন (প্লট নং ১২৩), পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক সমন্বিত।	ক) ১২.০৫.২০২৩ খ) ১৬.০৮.২০২৩ গ) ১৩,০০,২১৬.৫২ টাকা (তেরো লাখ দুইশত যোলো টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা ০৭.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
৪.	ক) হলদিয়া দুর্গাচক শাখা (২৩১৪০০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেসার্স হাইটেক ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্বা : নকুল চন্দ দাস পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং জেএল নং ৫৪, খতিয়ান নং ১৩২২, ১৩২৩ (এলআর), প্লট নং ৬১০ (আরএস এংব এলআর), মৌজা - বরুসন্দা, থানা- ভবানীপুর, পরিমাণ ২৬.৫ ডেসিমেল, প্রকৃতি-বস্তু, দলিল নং ১৩৭৪-২০০৩ সালের, ৭৫৮-২০০৫ সালের এবং ৭৫৯-২০০৫ সালের, এডিএসআর-সুতাহাটা অধীন, মালিক : নকুল চন্দ্র দাস, পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস, রীনা দাস স্বামী নকুল চন্দ্র দাস। সার্চ প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এনএইচ ৪১ রোড, দক্ষিণে : স্বপন দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : পঞ্চায়েত রোড সিসি, পশ্চিমে : প্রদীপ দাসের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি ফ্ল্যাট অবস্থিত শঙ্খিনী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং সি, ৫ম তলে, পিছনের ব্লকে, জেএল নং ২০১ এবং ১৯৩, প্লট নং পি৩ এবং পি৪, এরিয়া ১০৮৮ বর্গফুট, থানা - হলদিয়া, এডিএসআর সুতাহাটা অধীন উল্লেখ্য দলিল নং ১২০৬-২০০৭ সালের, তারিখ ০৭.০৩.২০০৭ (সম্পাদিত)। মালিক : নকুল চন্দ্র দাস পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস এর নামে। সার্চ প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :লবি, সিঁড়ি এবং লিফট, দক্ষিণে :ফাঁকা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ফাঁকা জায়গা সমন্বিত।	ক) ০৯.০৬.২০২৩ খ) ১৬.০৮.২০২৩ গ) ৮০,৭৫,৪৮২.৬৪ টাকা (আশি লাখ পঞ্চাত্তর হাজার চারশত বিরাশি টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ
৫.	ক) হলদিয়া দুর্গাচক শাখা (২৩১৪০০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেসার্স হাইটেক ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্বা : নকুল চন্দ দাস, পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পতি জমি এবং ভবন অবস্থিত হোল্ডিং /প্রেমিসেস নং ফ্ল্যাট নং ১ডি (২য় তলে), প্লট নং এস-৪৯৩ এবং এইচ-৭৮৪, ৭৮৫, জেএল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, ১৩৫০ বর্গফুট জমি মৌজা - দুর্গাচক, থানা -দুর্গাচক, এডিএসআর-সুতাহাটা অধীন উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬১৯২/২০১৭-২০১৭ সালের (বিক্রি) ১৩৫০ বর্গফুট বাস্তু জমি। মালিক : তনুশ্রী মাইতি, সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট , দক্ষিণে : ফাঁকা , পূর্বে : ফাঁকা জায়গা, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট, সিঁড়ি এবং লিফট সমন্বিত।	ক) ০৯.০৬.২০২৩ খ) ১৬.০৮.২০২৩ গ) ২৯,৩৬,৬৩৪.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছয়শত চৌত্রিশ টাকা) ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ
৬.	ক) লাবণ্যবাজার শাখা (১১৮৬২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : অজামিল গিরি পিতা প্রয়াত অচিন্ত্য গিরি জামিনদাতা : শ্রীমতি তুলসী গিরি স্বামী অজামিল গিরি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা -পশ্চিম কামারদা,থানা - মরিশদা, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৮৪৭/১১১২, এরিয়া পরিমাণ ১৬ ডেসিমেল বাস্তু, জেএল নং ১৬৩, খতিয়ান নং এলআর ১১/১ এবং ১৭/১ , শ্রী আজমল গিরি, পিতা প্রয়াত অচিন্ত্য গিরির নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৪৫৯৪ তারিখ ৩০.০৭.১৯৮৪।	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ১৭.০৮.২০২৩ গ) ১৩,৮৮,২৮১.০০ টাকা (তেরো লাখ অষ্টাশি হাজার দুইশত একাশি টাকা) ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
৭.	ক) রামনগর শাখা (০২৯৬২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : ১) সমীরণ শ্যামল ২) দেবস্মিতা ঘোষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা -দেরা,থানা - মন্দারমণি কোস্টাল-জোলা- পূর্ব মেদিনীপুর , জেএল নং ২৮০, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৭৩৯, আরএস এবং এলআর দাগ / প্লট নং ৪৩৯, এরিয়া - ০৬.৮৭ ডেসি. পূর্বদিকে বাস্তু (অকৃষি জমি ১৬ ডেসিমেল আমাদের, রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১- ৪৪৪৫ - ২০১৬ সালের তাং ১৫.০৭.২০১৬। স্বত্বাধিকারী : সমীরণ শ্যামল, পিতা অশোক কুমার শ্যামল। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পিচ রোড, দক্ষিণে : প্লট নং ৪৩৭, পূর্বে : গ্রামীণ রোড, পশ্চিমে : সংশ্লিষ্ট প্লট ৪৩৯ এর অবশিষ্ট অংশ (নন্দিতা কুন্ডুর ভবন) সমন্বিত।	ক) ২০.০৩.২০২৩ খ) ১৭.০৮.২০২৩ গ) ৮,৬৮,৭৬০.০০ টাকা (আট লাখ আটষট্টি হাজার সাতশত টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ
৮.	ক) কাঁথি শাখা (০১৮২২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেসার্স সন্ধ্যাশ্রী প্রণ ফিস অ্যান্ড মেডিসিন সাপ্লায়ার্স, স্বত্বা : শ্রীমতি চন্দনা প্রধান	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - উত্তর দেউলপোতা, থানা - কাঁথি, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, জেএল নং ৪৫২, খতিয়ান নং ১১৮৬ (আরএস), প্লট নং ৮১৫, (এরিয়া ৫৯.৯৩৯ ডেসিমেল), ৮১৫/৯৭৬ এবং ৮১৭ (এরিয়া ২০.৮৪০ ডেসিমেল),মোট এরিয়া পরিমাণ ৮০.৭৭৯ ডেসি. বাস্তু, উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-৯৭৭৯ তারিখ ২১.১২. ২০২১ শ্রীমতি চন্দনা প্রধানের নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ব্রজ গোপাল প্রধান, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ৯৭৮, পশ্চিমে : বরম পথ সমন্বিত।	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ১৭.০৮.২০২৩ গ) ১,০২,৬৩,৫৫৫.৭০ টাকা (এক কোটি দুই লাখ তেষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৩
স্থান : তমলুক
স্বা/- শ্রী দীপক দে, চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI — রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু — **A/C No- 41313288806 & 41313241095**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মমিনপুর ব্রাঞ্চ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২, ২০০২-৫৪ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **০২.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি সীতা হাঁসদা** ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তল, ভগবতী অ্যাপার্টমেন্ট, অ্যাপ্রোক্স ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, হোল্ডিং নং ২১, যতীন দাস রোড, থানা - নোয়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা সীমাক্ষেত্র অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৪৪ কে নোটিশে উল্লিখতি পরিমাণ **৩৫,২৫,৭২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা) ০২.০৬.২০২৩** অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মমিনপুর ব্রাঞ্চ **৩৫,২৫,৭২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দাখিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
মালিক : শ্রীমতি সীতা হাঁসদা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তলে, ভগবতী অ্যাপার্টমেন্ট, আনুমানিক ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, হোল্ডিং নং ২১, যতীন দাস রোড, থানা -নোয়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুধীন মিত্রর ভবন, দক্ষিণে : সুধারানি সাহার ভবন, পূর্বে : দিলীপ কুমার পালের ভবন, পশ্চিমে : পুর সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.০৮.২০২৩
স্থান - ইছাপুর
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি, বেহালা

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: অশোক কুমার চৌবে, ই-মেইল আইডি - sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৮০০১১৯৬৪৮৪

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) এবং ৬(২)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৫.০৯.২০২৩
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা
মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জিএসটি যখন প্রযোজ্য হবে ক্রেতার দ্বারা পরিশোধ করা হবে।

এরদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে হস্তান্তরিত / চার্জ করা হয়েছে, যার **দখল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত ঋণদাতা** কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে ০৫.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০ টার মধ্যে বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ১ — **[রুল ৯(১) এবং ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**
শ্রী মা মিনি রাইস মিলের থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া **২২.১০.২০১৪ পর্যন্ত ৩,০৮,৪৬,৭৭৬.৮৯ টাকা** পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অংশীদার ১) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষ, ২) শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ, ৩) শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ, ৪) শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ, ৫) শ্রী মুরারি মোহন ঘোষ, ৬) শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ এবং ৭) হরিপ্রিয় ঘোষ।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং- ১) ৫৯.১৫ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **৫,৯২,০০০.০০ টাকা**
বিড বর্ধিত পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : ক) মৌজা- বাহারপুর, পোঃঅঃ- বেলকাশ -এ অবস্থিত ভূমি ও রাইস মিল কারখানা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। প্লট নং - ১৮০৭, ১৮১০, ১৮১১, খাতিয়ান নং- এলআর-২৬৪, ৩৭, ২২৬, ৩৭২, জেএল নং - ২২। মোট জমি - **৮১ ডেসিমেল দলিল নং আই-৮৭/১৯৯২, আই-১১২/১৯৯২, আই-৮১০৪/১৯৮৮. শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ, শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ, শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ এবং শ্রী মুরারি মোহন ঘোষের নামে সম্পত্তি।**
খ) শ্রীমতী হরিপ্রিয় ঘোষের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জনাব গোকুল চন্দ্র ঘোষ মৌজা বাহারপুর, পোঃঅঃ বেলকাশ, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ১৮১২, খতিয়ান নং এল.আর.-৫৭৮, জে.এল. নং ২২ ভিদে দলিল নং আই-১০৪/১৯৬১, মোট জমি - ১৫ শতক।
গ) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষের খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা বাহারপুর, পোঃঅঃ- বেলকাশ, জেএল নং ২২, আরএস এবং এল আর দাগ নং ১৮১৩, খতিয়ান নং এল.আর.- ৮৪১, আর.এস. - ৭৭২, দেখুন দলিল নং. আই-৪৩৭৪/২০১০, মোট জমি - ৩০ শতক।
বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং ২ — **[রুল ৯(১) এবং ৬(২)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**
মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া ৯,৪১,০০,০.০০ টাকা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে **ডিরেক্টর ও গ্যারান্টার শ্রী অলোক কুমার মিত্র এবং অসীম কুমার মিত্র। কর্পোরেট গ্যারান্টার: মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রাইভেট) লিমিটেড।**
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং- ১) ৩.৮৭ কোটি টাকা [(ক) ৩.৫২ কোটি + (খ) ৩৫.০০ লক্ষ টাকা] এবং
বায়না টাকা জমা হবে ৩৮.৭০ লক্ষ টাকা [(ক) ৩৫.২০ লক্ষ টাকা + (খ) ৩.৫০ লক্ষ টাকা]
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি ১: ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর জমি ও বিল্ডিংয়ের সম্পত্তি বিক্রয়, জেলা বাঁকুড়া, পি এস কোতুলপুর, মৌজা সিহার, জেএল নং ১৫৭, আর এস খতিয়ান নং ২৫৫ ও ৩৮৯, আর এস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, ৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৮, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮ এবং ৫২৮৩/৫৫১৯ ডিড নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১। সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২/ আরডিএফবিআই অ্যাক্ট ১৯৯৩ -এর বন্দোবস্ত অধীনে শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের নামে সম্পত্তিটি আছে। মোট জমির আয়তন ১.৫১ একর।
খ) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির সম্পত্তি বিক্রয়, ভিল/পি.ও. সিহার, জেলা বাঁকুড়া সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২/ আরডিএফবিআই অ্যাক্ট ১৯৯৩ -এর বন্দোবস্ত অধীনে উপরোক্ত ঠিকানায় পড়ে আছে।
বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং ৩ — **[রুল ৯(১) এবং ৬(২)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**
০৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী ২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দে- এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং ১: ১৫.৩০ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও শ্রীরামপুর থানার অধীনে ৪১/সি, কুমিরজালা রোড, শ্রীরামপুরে ঋদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় ৪০২ নম্বর ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট দক্ষিণ প্যাসেজ ব্যবহার করার অধিকার সহ। সম্পত্তিটি মিসেস প্রিয়াঙ্কা দে-এর নামে আছে, ২০১৭ সালের দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩, বুক-আই, ভলিউম নং ০৮০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, www.sbi.co.in, এমএসটিসি ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৩
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত আধিকারিক, এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যশোর রোড ব্রাঞ্চ
৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.১০.২০২২ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী তাপস ঘোষ এবং শ্রীমতি মধুমিতা ঘোষ** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,২০,০৪৪.৪৯ টাকা** (নয় লাখ কুড়ি হাজার চুয়াল্লিশ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, যশোর রোড ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **৯,২০,০৪৪.৪৯ টাকা** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত - সিএস দাগ নং ৬৪৪, সিএস খতিয়ান নং ৫৯২, আরএস দাগ নং ৪৫২, ৪৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮৪, ১৩৮৬, ১৩৮৮, মৌজা - বন হুগলি, থানা - বেলঘরিয়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ৫, তৌজি নং ১৩৮৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৭৪/১, বি.টি. রোড, বর্তমান ৬২/২, নরেন্দ্র নগর কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি হোল্ডিং নং ১৩৯৬, ওয়ার্ড নং ১৭ কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতা - ৭০০০৫৬ ঠিকানায় বসবাসের ভবন দু তলা পরিমাণ ১০৩৫ বর্গফুট (৫১৭.৫ বর্গফুট প্রতি তলে) অনুযায়ী শ্রী তাপস ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত জেলা ২৪ পরগনা উত্তর। **চৌহদ্দি** - উত্তরে - জয়সূর্য হালদারের জমি, দক্ষিণে - নিকাশি এবং পরবর্তীতে পূর্ব রেলওয়ের জমি, পূর্বে - ৬ ফুট চওড়া সাধারণ এলাকা, পশ্চিমে - অসীমা দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

যাদবপুরের ছায়া এবার ভিন রাজ্যে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, বারাসাতে শোকার্ত পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: যাদবপুরের একটি ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ঘিরে তোলপাড় গোটা রাজ্য। রাজ্য প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কঠোর মনোভাব নিয়ে তদন্ত শুরু করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। তার মধ্যেই ভিন রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে ১১ তলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল মেদিনীপুরের পড়ুয়া সৌরদীপ চৌধুরীর। মৃতের বাবা পেশায় চিকিৎসক সুদীপ চৌধুরীর দাবি, র‍্যাগিংয়ের শিকার তার ছেলে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পরেই বাবা ডাঃ সুদীপ চৌধুরী তার স্ত্রী সুদীপা চৌধুরীকে নিয়ে বারাসাতের নবপল্লির লটারি কালীবাড়ি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছেন। সেখান থেকেই তিনি জানান, মেদিনীপুরের কলিজেট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর অন্ধ্রপ্রদেশের একটি

নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন সৌরদীপ। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা। কিন্তু নিমেষেই সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। চলতি বছরেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় একটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক কোর্সে ভর্তি হন সৌরদীপ। গত ১৭ জুলাই তাকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে রেখে আসেন তারা। এরপর হঠাৎ করে হস্টেল থেকে ফোন আসে, ফোনে জানানো হয় সৌরদীপ হস্টেলের ১১ তলা থেকে পড়ে গিয়েছে। এই কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ তারা রওনা দেন অন্ধ্রপ্রদেশের উদ্দেশে। সৌরদীপের বাবা আরও জানান, সেখানে পৌঁছনোর পর একাধিক রহস্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তার পরিবারকে। যদিও হস্টেল থেকে জানানো হয় সৌরদীপ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে কথা মানতে রাজি নন সৌরদীপের চিকিৎসক বাবা। মেডিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হওয়ার সুবাদে মৃতদেহ দেখেই অনুমান করেন তার ছেলে ১১ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়নি, তার অভিযোগ কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন তার ছেলেকে র‍্যাগিং করে খুন করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় সেখানকার হস্টেলের সিকিউরিটি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নানান কটুক্তি করতো তার ছেলেকে। এমনকী তাকে মারধরও করা হয়েছিল। সে কারণেই মৃত্যু হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ সমস্ত কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছে। তাই তাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল এখনও পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি বা হস্টেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করা হয়নি। শোকাতত সৌরদীপের মা জানান, কোনও কিছুই অন্যায় মেনে নিতে পারতেন না সৌরদীপ। ছেলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে চেয়ে দিন গুনছে অসহায় মা বাবা। সঠিক বিচারের আশায় গোটা পরিবার।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হলেন আরামবাগের দুই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কন্যাশ্রী প্রকল্পে সেরা হল আরামবাগ। হুগলি জেলা একদিকে রাজ্যের মধ্যে যেমন সেরার উপাধি পেয়েছে তেমনি হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমা কন্যাশ্রী প্রকল্পের মধ্যে সেরা হওয়ায় খুশির হাওয়া মহকুমা জুড়ে। উল্লেখ্য, মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে রোখা এবং স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প ছাত্রী-পিছু এককালীন ২৫ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে পথচলা শুরু এই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের। উদ্ভাবনী নানা অনুশীলন এবং সার্বিক কর্মক্ষমতা রূপায়ণের বিচারে হুগলি জেলা এবার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে প্রথম স্থান অধিকার করল। প্রকল্পের দশ

বছরে গত ১৪ অগস্ট কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে কলকাতার আলিপুরে একটি প্রেক্ষাগৃহে জেলার নোডাল অফিসারের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পের ফলে নাবালিকা বিয়ে বন্ধের হার যেমন কমেছে, তেমনই ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। স্কুলগুলির সঙ্গে প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করা গিয়েছে বলে মনে করে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। হুগলি জেলার নিজস্ব অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সচেতনতায় বিশেষ অবদানের জন্য সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে পুরস্কৃত হলেন আরামবাগ মহকুমার দুই শিক্ষক। চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া পুরস্কৃত করেন পুরশুড়ার ভাঙামোড়া এনকেএনসিএম ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক উৎপল রক্ষিত, খানাকুল-১ ব্লকের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে। এই দুই শিক্ষকই সামাজিক ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে থেকে শুরু করে ছাত্রীদের মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি কিভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায় সেই বিষয়ে কাজ করেন। বর্তমানেও কাজ করে চলেছেন। এই বিষয়ে ভাঙামোড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল রক্ষিত বলেন, কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরি করে আমরা কাজ করছি। স্কুলের তিনজন ছাত্রীর বাল্য বিবাহ রোধ করা হয়। পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে। অপরদিকে পুরশুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনীষ রঞ্জন মাঝি বলেন, এই পুরস্কার আমাদের আরও উৎসাহিত করেছে। কন্যাশ্রী কেবল রাজ্যে নয় সারা বিশ্বে সমাদৃত। অপরদিকে খানাকুলের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, কন্যাশ্রী প্রকল্পে এই পুরস্কার পাওয়ায় খুবই ভালো লাগছে। কোনও কাজ করার পর এরকম পুরস্কার পেলে উৎসাহ বাড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমি সচেতনতামূলক প্রচার করেছি। আগামী দিনেও এই কাজ করে যাব। সব মিলিয়ে কন্যাশ্রীতে আরামবাগ মহকুমা জায়গা করে নিয়ে খুশির খাওয়া জেলা জুড়ে।

যাদবপুর কাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: যাদবপুর কাণ্ডের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বারাসতের বাসিন্দা অরিত্র মজুমদার ওরফে আলু। তবে পরিবার সহ বেপাত্তা আলু। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। আলু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেটসু সংগঠনের চেয়ারপার্সন পদে ছিল। ঘটনার পরই পদত্যাগ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পর থেকেই খোঁজ মিলছে না অরিত্রের। সূত্রের খবর, সম্প্রতি যে ফেসবুক চ্যাট ভাইরাল হয়েছে তাতে 'শিট' ও 'আলু'-র নাম উঠে এসেছে। মনে করা হচ্ছে 'পদবি' শিট-ই আসলে সৈকত শিট। আর ডাক নাম আলু-ই হলেন আদতে অরিত্র মজুমদার। ফলে, যাদবপুরকাণ্ডে এই দু'জনের ভূমিকায় এখন আতস কাচের নীচে। ইতিমধ্যে, অরিত্র এবং সৈকতের নামে যাদবপুর ক্যাম্পাসে পোস্টারও পড়েছে। পোস্টারে কোথায় তাঁরা রয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ। অভিযোগ, ঘটনার পর দু'জনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকানো হবে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলুর বাড়ি বারাসাতের নবপল্লি এলাকায়। বাবা একজন প্রোমোটার তপন মজুমদার। তপন বাবু বারাসাতের প্রভাবশালী সিপিএম নেতা বলেই পরিচিত। পরিবারের সকলেই পলাতক।

বামপন্থী হঠিয়ে সিসি ক্যামেরা বসানো ও প্রাক্তনীদের হস্টেল ছাড়া করার দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী দখলদারী হঠিয়ে সিসি ক্যামেরা বসানো ও প্রাক্তনীদের হস্টেল ছাড়া করার দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভে সামিল হল সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত করে তাঁরা বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এসএফআই সহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। এইসব বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকা পড়ুয়াদের নেতৃত্বেই বারংবার র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটছে। সিসি ক্যামেরায় নজরদারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধা দিচ্ছে ওই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পড়ুয়ারা। হস্টেলগুলি প্রাক্তনীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত

হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলি থেকে প্রাক্তনীদের বহিষ্কার ও সিসি ক্যামেরা বসানো সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন এক ঘণ্টা প্রতীকী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির কর্মীরা।

১৫ নয়, ১৮ অগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১৫ অগস্ট নয়, ১৮ অগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা। আর সেই পুরনো স্মৃতিকে সামনে রেখেই শুক্রবার মালদায় পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে যখন স্বাধীন হয়েছিল। ঠিক সেই সময় মালদা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অধীনে চলে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন সর্বত্র ছিল আনন্দ উৎসব। সেই সময় মুর্ঝমান মালদা ডুবেছিল অন্ধকারে। সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ব্যারিস্টারদের হস্তক্ষেপেই তিনদিন পর স্বাধীনতা পায় মালদা জেলা। মালদার কালেক্টরের ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের ঝান্ডা নামিয়ে উড়ানো হয় ভারতীয় তিরঙ্গা। আর সেই পুরনো স্মৃতিকে বজায় রেখেই আজও মালদায় ১৮ অগস্টে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে স্বাধীনতা দিবস।

এদিন মালদা শহরের গ্রন্থাগারের বই বাগানে মালদা স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাসের উদ্যোগে এবং মালদার বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতা নিয়ে এই স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সেখানেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মালদার এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ীর নেতৃত্বে ১৮ অগস্ট উপলক্ষে মালদার স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রবীণ মানুষদের উপস্থিতিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছোট ছোট শিশুদের আবৃত্তি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাবুপাড়াতেও ১৮ অগস্ট মালদার স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণপুরুষদের মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। তখন গোটা দেশ এই স্বাধীনতার উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই সময় মালদা ছিল পরাধীন। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অধীনে চলে গিয়েছিল মালদা জেলার দশটি থানা। এই নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। মালদার কালেক্টারে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। কিন্তু সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ব্যারিস্টারদের হস্তক্ষেপেই শুরু হয় সীমানা নির্ধারণের লড়াই। এরপর ১৮ অগস্ট মালদা জেলা ভারতের অংশ বলেই ঘোষণা করা হয়। আর সেই ১৮ অগস্ট থেকেই শুরু হয় মালদার স্বাধীনতা দিবস। পূর্ব স্মৃতি ও অতীত বিজড়িত অনেক কাহিনি মালদার এই স্বাধীনতাকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে। আর সেই বিষয়কে স্মরণ করেই এদিন সাড়ম্বরে মালদা স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে।

সার্কেল সস্ত্র : হুগলি

সংশোধনী

০৪.০৮.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং যা ২২.০৮.২০২৩ তারিখে পরিচালিত হবে, অ্যাকাউন্ট **মেসার্স এন.টি. অটোমোবাইল (ক্র.নং- ১৩)**-এ শাখার নাম আরামবাগ শাখার **পরিবর্তে মোসাট শাখা হিসাবে পড়তে হবে।** বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ
পাবলিক কোম্পানিকে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন
আঞ্চলিক অধিকর্তা,
কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৪ এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৪১-এর বিষয়ে।

এবং

মেসার্স মাতৃ মন্দির মাল্টিপারপাস কোল্ড চেইন লিমিটেড যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে গ্রাম-রঘুনাথপুর, পোস্ট-শিয়াখালা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৭০৬, পশ্চিমবঙ্গতে -এর বিষয়ে। **....আবেদনকারী**

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত রুলগুলির সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ধারা ১৪ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করতে ইচ্ছুক এবং কোম্পানির ১২ই জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পাস করা বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর কার্যকর সক্ষম করতে।

কোনও ব্যক্তি যার আগ্রহ কোম্পানির প্রস্তাবিত পরিবর্তন/স্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্টদের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তি নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে বিতরণ বা প্রেরণ করতে বা পাঠাতে পারেন। আঞ্চলিক অধিকর্তা, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জি.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত আবেদনকারী কোম্পানির ঠিকানায় তার রেজিস্টার্ড অফিসে একটি অনুলিপি সহ,
গ্রাম-রঘুনাথপুর, পোস্ট-শিয়াখালা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৭০৬, পশ্চিমবঙ্গ

আবেদনকারী মাতৃ মন্দির মাল্টিপারপাস কোল্ড চেইন লিমিটেডের পক্ষে এবং জন্যে
স্বা/-
(রামপদ পাল)
ডিরেক্টর
DIN: 00756569
গ্রাম-রঘুনাথপুর, পোস্ট- শিয়াখালা,
তারিখ: ১৯.০৮.২০২৩, **জেলা-হুগলী, পিন:৭১২৭০৬,**
স্থান: হুগলী **পশ্চিমবঙ্গ**

গোল্ড সিলভার আর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U36911WB1945PTC012558)
১৩, যদুলাল মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল: bkgarodia@hotmail.com
ফোন: ০৩৩-২২৮০৫৬১১

আসন্ন কোম্পানির আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করতে পারেন যে ৮ এপ্রিল ২০, ১৩ এপ্রিল ২০, ৫ মে ২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণের সাথে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকারের দ্বারা জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং সার্কুলারগুলির সম্মতিতে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার বিকাল ৪.০০টায় ভিডিও কনফারেন্স/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি) এর মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
২. উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক রিপোর্ট শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত আছে।
৩. যদি ফিজিক্যাল শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে কোম্পানিকে bkgarodia@hotmail.com -এ একটি মেইল পাঠান এবং একমাত্র/প্রথম শেয়ারহোল্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি সহ ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ড) সহ ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। কোম্পানির সাথে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য সদস্যরা শ্রী বালকৃষ্ণ গারোদিয়া (ডিরেক্টর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেল আইডি আপডেট করলে কোম্পানি আপনাকে এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের একটি কপি প্রদান করবে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।
৪. শেয়ারহোল্ডাররা হাত দেখানোর মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সভায় প্রবেশ এবং অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশের কপিতে দেওয়া হবে।
৫. প্রযোজ্য আইন অনুসারে এজিএম নোটিশ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যথাসময়ে পাঠানো হবে তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানাগুলিতে ।

গোল্ড সিলভার আর্টস প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে
বালকৃষ্ণ গারোদিয়া
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ অগস্ট, ২০২৩
DIN: 01072246

কলকাতা ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-I
ও.এ. নং ৩৭৩-২০১৩ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
নিউ এরা অ্যাগ্রো বোর্ড লি. এবং অন্যান্য
ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ

২৩.০৮.২০২২ তারিখের আদেশের অনুসরণে শিক্ষিত প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-I, কলকাতা, নীচের উল্লেখিত সম্পত্তির বিক্রয়, নীচে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী করা হবে।
সম্পত্তির বিবরণ
নীচের সারণীতে প্রদত্ত পরিমাপ সহ কারখানার জমি, মৌজায় বিজ্ঞাপিত এলাকার বাইরে কমবেশি অবস্থিত ৮২, রঘুনাথপুর পরগণা - হাবিলিসহর, তৌজি নং-৪৪৬ নতুন নম্বর ১২, জেএল নং ১১, পো. আনন্দপুর, নিউ এরা এগ্রো বোর্ড লিমিটেডের নামে নদীয়া জেলার কল্যাণীতে থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস।

দলিল নং	দাগ নং	আরএস খতিয়ান নং	এরিয়া ডেসিমেল
৫০৩৪-২০০০	১২৭	১১৫, ১৩০, ১২৯, ১৩১, ১০৯ এবং ১১৩	২৪
৫০৩৫-২০০০	১০০	৮২	১৪
৫০৩৬-২০০০	১০০	৮২	১৫
৫০৩৭-২০০০	৯৯	৮২	৩৫
৫০৩৮-২০০০	৯৯	৮২	২৯
		মোট	১১৭

১) সমস্ত আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১০২, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি স্নান/প্রিভি, একটি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দা রয়েছে যার একটি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৬৪৬ বর্গফুট কম বা বেশি। বিল্ডিংয়ের নিচতলা, ১০ নম্বর বিল্ডিং হওয়ায়, এই হাউজিং প্রজেক্টের মধ্যে পড়ে আছে বা অবস্থিত যা সাধারণত লারিকা টাউনশিপ নামে পরিচিত এবং খ্যাত, একই সাথে ৯ একর ০৩ ডেসিমেল কম বেশি পরিমাণ জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার বা সুদ। মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৯৫, বারাসত পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে বালুরিয়া উত্তর (টলি খোলা) আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৪, ৩৪০, ৩৬৬, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৪৯, ৩৫৬, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩২৯, ৩৫৫/১২২৬ এবং ৩৫৮, ৩৭০, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৩১, এলআর খতিয়ান নং ২১৫৩, মৌজা বালুরিয়া, জেএল নং ৩৭, পরগনা আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, এডিএসআরও কদম্বগাছি, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং আই ০৩৯৭৬-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ ২ কলকাতা শ্রী সাকেত দায়মার নামে।

২) সমস্ত আবাসিক ফ্ল্যাট, ১০৩ নম্বরে দুটি বেড রুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি স্নান/প্রিভি, একটি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দা রয়েছে যার একটি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৬৪৬ বর্গফুট কমবেশি। বিল্ডিংয়ের নিচতলা, ১০ নম্বর বিল্ডিং হওয়ায়, পৌরসভায় ৯ একর ০৩ ডেসিমেল কম বেশি পরিমাপের জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার বা সুদ সহ সাধারণভাবে পরিচিত এবং লারিকা টাউনশিপ নামে পরিচিত উল্লিখিত হাউজিং প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত। পুর হোল্ডিং নং ২৯৫, বারাসত পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে বালুরিয়া উত্তর (টলি খোলা) আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৪, ৩৪০, ৩৬৬, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৪৯, ৩৫৬, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩২৯, ৩৫৫/১২২৬ এবং ৩৫৮, ৩৭০, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৩১ এলআর খতিয়ান নং ২১৫৩, মৌজা বালুরিয়া, জেএল নং ৩৭, পরগনা আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, এডিএসআরও কদম্বগাছি, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং আই ০৩৯৭৬-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ ২ কলকাতা শ্রী সাকেত দায়মার নামে।

রিজার্ভ মূল্য নির্ধারিত হয়-
(১) ২,৮০,০০,০০০ টাকা (দুই কোটি আশি লক্ষ টাকা মাত্র)।
(২) ৮,৬০,০০০ টাকা (আট লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র)।
(৩) ৮,৬০,০০০ টাকা (আট লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র)।

ই নিলামের তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১২টা থেকে।
(১) কারখানার জমি এবং কাঠামোর জন্য, আইটেম নং ১-এর জন্য ইএমডি পরিমাণ হল ২৮,০০,০০০ টাকা (২৮ লক্ষ টাকা)
(২) ফ্ল্যাট নং ১০২, আইটেম নং ২ এর জন্য ইএমডি পরিমাণ হল ৮৬,০০০ টাকা (ছিয়াশি হাজার টাকা)
(৩) ১০৩ নম্বর ফ্ল্যাটের জন্য, আইটেম নং ৩-এর জন্য ইএমডি পরিমাণ হল ৮৬,০০০ টাকা (ছিয়াশি হাজার টাকা)

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

নিয়ম ও শর্তাবলী

১. উপরে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ এবং সময় ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ প্রতিটি আইটেম নং. ৫০,০০০/- (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং আইটেম নং ২ এবং ৩-এর জন্য ২০,০০০/- (মাত্র কুড়ি হাজার টাকা)।
২. পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে যা হল https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspl ই-নিলাম উপরে উল্লিখিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্ক নম্বর হল এমএসটিসি কেন্দ্রীয় হেল্পডেস্ক নম্বর ০৭৯-৬৯০৬৬৬০০ ইমেইল helpdesk@mstcindia.co.in। নিবন্ধন সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য ইমেল ibapiop@ mstcecommerce.com এবং ইএমডি অর্থপ্রদান/রিফান্ড সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য ইমেল হল ibapifin@mstcecommerce.com। যোগাযোগ ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর হল, শ্রী বাসুদেব মুখার্জি (ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার) ৯৮৩০০৩৩০৮২ এবং শ্রী শ্রীদীপ ব্যানার্জি (এজিএম এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি)
৩. বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সহ ই-নিলাম দরপত্রের নথি https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ নম্বর এবং ওয়েবসাইটে পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. বিড ফর্ম এবং ইএমডি যে কোন কারণে দেরীতে গৃহীত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে না। জয়েন্ট রিসিভাররা কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সব দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৬. ইএমডি/সেল ভ্যালু এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে দ্য রিসিভার, নিউ এগ্রো বোর্ড লিমিটেড-এর পক্ষে। নীচে উল্লিখিত হিসাবে ওএ নং ৩৭৩- ২০১৩ সালের।

ব্রাঞ্চের নাম এবং ঠিকানা	ইমেল আইডি	অ্যাকাউন্ট নং	আইএফএসসি কোড
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - আই নাগাল্যান্ড হাউস ৯ম তল, ১১ এবং ১৩ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১	clo5.04151@sbi.co.in	30750108291	SBIN0004151

৭. বিড ফর্ম/ইএমডি ছাড়া নিবন্ধন সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমেই হবে যেমনটি আগে বলা হয়েছে। রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি হবে না। সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রি করা হবে। সফল দরদাতা বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ ইএমডি অবিলম্বে জমা করবেন এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বাকি টাকা জমা দেওয়ার সময় এলডি ট্রাইবুনালের আদেশ সাপেক্ষে বাড়ানো যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য বা এর কোনো অংশ পরিশোধ না করা হলে, ইএমডি এবং/অথবা প্রাথমিক আমানত (গুলি), যেমন ক্ষেত্রমত, বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি আবার বিক্রি করা হবে নিলামের মাধ্যমে। অসফল দরদাতাদের ইএমডি ই নিলাম বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি কোনো সুদ বহন করবে না। বিক্রয় এলডি ট্রাইবুনাল দ্বারা নিশ্চিত করা হবে সম্পূর্ণ বিক্রয়ের অর্থ পরিশোধের পর।
৮. সম্পত্তি 'যেখানে আছে এবং যা আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। বিড করার আগে ক্রেতাকে নিজেরাই কোনো সংবিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, দাবি ইত্যাদির বিষয়ে নিজেদের অনুসন্ধান করতে হবে।
৯. দরদাতাদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা প্রশ্নে থাকা স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের আকার/ক্ষেত্র সহ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণের শিরোনাম এবং সঠিকতার সাথে নিজেদের সন্তুষ্ট করুন। বিড জমা দেওয়ার আগে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্য কোনো পাওনা/দায়/দায়-দায়িত্ব স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যে দরপত্রদাতাদের দরপত্র অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা গৃহীত হয়েছে তাদের জন্য আকার/ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা, শিরোনামের ঘাটতি, দায়বদ্ধতা বা অন্য যে কোনও কারণে তার বিড প্রত্যাহার করা উন্মুক্ত হবে না।
১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা এবং অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণ প্রাপ্তির পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। সফল দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। যে ব্যক্তি নিলামে দর জমা দিয়েছেন/অংশগ্রহণকারী ছাড়া বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য কোনো অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
১১. অ্যাডভোকেট/রিসিভার সর্বোচ্চ অফারটি গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং অ্যাডভোকেট/প্রাপকদের যেকোনো বা অন্য সমস্ত(গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা কোনো কারণ ব্যতিরেকে নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। বিক্রয়/নিলাম মাননীয় ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নং ১, কলকাতার দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১২. সফল দরদাতা তার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/জিএসটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, ট্যাক্স, ফি ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে।
১৩. সকল সংবিধিবদ্ধ/অসংবিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্স, রেট, মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদির দায়ভার শুধুমাত্র ক্রেতারই হবে।
১৪. সফল ক্রেতাকে পরিবহনের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ, ফি/খরচ বহন করতে হবে যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি, অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি ভারত এবং রাজ্য আইন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য।
১৫. ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে এমএসটিসি ই-কমার্সের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন করার জন্য, একজন ক্রেতাকে নিজেই https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্রেতা নিজেই তৈরি করে। ব্যক্তি ব্যতীত দরদাতাগণও যথাযথ ম্যান্ডেট ফর বিডিং আপলোড করবেন।
১৬. বিক্রয় এলডি প্রিসাইডিং অফিসার ডিআরটি-আই কলকাতা দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
সম্পত্তি পরিদর্শন, ই নিলাম সংক্রান্ত আরও বিশদ বিবরণের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. **শ্রী বাসুদেব মুখার্জি,** জয়েন্ট রিসিভার, মোবাইল নম্বর ৯৮৩০০৩৩০৮২
২. **শ্রীদীপ ব্যানার্জি,** সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসবিআই এসএএমবি-১ শাখা, মোবাইল নম্বর ৯৬৭৪৭১২১৪৭।

স্বা/-
শ্রী বাসুদেব মুখার্জি
অ্যাডভোকেট/রিসিভার
স্বা/-
শ্রী শ্রীদীপ ব্যানার্জি
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L13100WB1978PLC031670
রেজি. অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ৯১ ৩৩ ২২৪৮৯৮০৮, ২২৪৮৮১৭৩, ফ্যাক্স : ৯১ ৩৩ ২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com

নোটিশ : চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুগ্রহপূর্বক অবগতির জন্য
বিষয় : মোবাইল নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা নথিভুক্তি

সদস্যগণকে এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে কোম্পানির ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ১২.৩০টায়, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট,কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ("আইন") প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং তৎসহ পঠিত ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ইস্যুকৃত সার্কুলার অনুযায়ী। এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ যথা সময়ে প্রেরণ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অধীনে ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির/মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি., রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ) বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপিএস) এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের ই-মেল মারফত প্রেরণ করা হবে। উক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://chandisteel.com/** এবং স্টকএক্সচেঞ্জ অর্থাৎ দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর **https://www.cse-india.com/** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য ভোট দানের নিমিত্ত সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কে ই-ভোটিং ("রিমোট ই-ভোটিং") সুবিধা পরিষেবা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে প্রদত্ত হবে।
যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল অথবা ডিম্যাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা নিম্নোক্ত মতে নথিভুক্তির মাধ্যমে তা পেতে পারেন :
(ক) যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার অধিকার করেন তারা ইমেল মারফত **mdpldc@yahoo.com/chandisteelindustries@gmail.com** এবং নিম্নোক্ত বিস্তারিত : একটি স্বাক্ষর করা আবেদন নাম, ফোলিও নং, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নং, প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি সহ) অনুরোধ পাঠিয়ে, (খ) যারা ডিম্যাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপিএস) এর নিকট অনুরোধ পাঠিয়ে পেতে পারেন।
আরও বিস্তারিত/পর্যালোচনা উক্ত বিষয়ে জানতে সদস্যগণ কোম্পানি/আরটিএ নিকট উক্ত ঠিকানা/ই-মেল করে জানতে পারেন।

চণ্ডী স্ট্রিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৩

সিলভার আর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাঃ লিঃ
(CIN : U27205WB1981PTC033672)
এন-২১৬, ৩য় তল, আইডিয়াল প্লাজা ১১/১, শরৎ বোস রোড, পশ্চিমবঙ্গ,
কলকাতা-৭০০০২০, ইমেল: bkgarodia@hotmail.com, ফোন: ০৩৩-২২৮০৫৬১১

আসন্ন আগামী বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করতে পারেন যে ৮ এপ্রিল ২০, ১৩ এপ্রিল ২০, ৫ মে ২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণের সাথে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকারের দ্বারা জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং সার্কুলারগুলির সম্মতিতে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্স/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি) -এর মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)অনুষ্ঠিত হবে।
২. উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক রিপোর্ট শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত আছে।
৩. যদি ফিজিক্যাল শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে কোম্পানিকে bkgarodia@hotmail.com -এ একটি মেইল পাঠান এবং একমাত্র/প্রথম শেয়ারহোল্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি সহ ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ড) সহ ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। কোম্পানির সাথে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য সদস্যরা শ্রী বালকৃষ্ণ গারোদিয়া (ডিরেক্টর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেল আইডি আপডেট করলে কোম্পানি আপনাকে এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের একটি কপি প্রদান করবে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।
৪. শেয়ারহোল্ডাররা হাত দেখানোর মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সভায় প্রবেশ এবং অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশের কপিতে দেওয়া হবে।
৫. প্রযোজ্য আইন অনুসারে এজিএম নোটিশ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যথাসময়ে পাঠানো হবে তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানাগুলিতে।

সিলভার আর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে
বালকৃষ্ণ গারোদিয়া
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ অগস্ট, ২০২৩
DIN: 01072246

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, **ফ্যাক্স:** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট:** www.ahleast.com

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধ

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড (দ্য কোম্পানি) -এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম অথবা সভা) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ৩:০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে ১৬তম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাদি সম্পাদনার্থে।

২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে এমসিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার তৎসহ পঠিত এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলার এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, ১৬তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি তৎসহ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২৩ সোমবার, ১৮ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল অ্যাড্রেস নিবন্ধিত আছে কোম্পানি অথবা আরটিএ এবং ডিপোজিটরিজের কাছে।

১৬তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত কোম্পানির ওয়েবসাইটগুলিতে: www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.evoting.nsdl.com এবং http://evoting.kfintech.com -তে ।

রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশনা

২০১৪ সালের কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার বিধানবলি বার্ষিক সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংশোধিতমতো) অনুসারে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) সরবরাহ করবে এবং এজিএম চলাকালীন এজিএমের সময় এনএসডিএল -এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সমস্ত রেজোলিউশনের উপর ই-ভোটিং প্রদান করবে।

সকল সদস্যকে পুনরায় জানানো হচ্ছে যে:
১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯:০০টায় এবং শেষ হবে রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫:০০টায়। এরপর ই-ভোটিংয়ের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং উক্ত তারিখ এবং সময়ের বাইরে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং একবার কোনও রেজোলিউশনের উপর ভোট সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, তাদের পরবর্তীকালে এটি পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
২. যোগ্যতা নির্ণয়ক কাট-অফ ডেট বৈদ্যুতিন আকারে সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
৩. যে সমস্ত সদস্য এজিএম নোটিস প্রেরনের পর সদস্য হয়েছেন কিন্তু কাট অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ অগস্ট, ২০২৩ তারিখের এর আগে শেয়ার ধারণ করেছেন তারা evoting@nsdl.co.in তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যদি কোন সদস্যের আগে থেকে এনএসডিএল কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তাহলে তারা বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে রিমোট ই-ভোট দিতে পারেন।
৪. রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে যেসব শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারাও এজিএমে অংশ নিতে পারবেন তবে এজিএমের কার্যক্রমে আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কোনও ব্যক্তি যাঁর নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত অথবা আরটিএ/ডিপোজিটরিজ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে কাট-অফ ডেট মতো থাকবে তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।
৫. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে থাকা শেয়ারহোল্ডাররা এবং যারা তাদের ইমেল আইডি বা কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি তাদের ডিপিদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর -১ (প্যান নিবন্ধনের ফর্ম) প্রেরণ করে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে কেওয়াইসি বিবরণ বা পরিবর্তন/আপডেট কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২ আর্থিক জেলা, নানকরামগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী মণ্ডল, হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ০৩২, তেলেঙ্গানা, ভারত বা einwanl.ris@kfintech.com ইমেলের মাধ্যমে।

কোনও অনুসন্ধানের জন্য সদস্যরা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন (এফএকিউএস)-তে উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং এর ইউজার ম্যানুয়াল https://evoting.nsdl.com -এর ডাউনলোড সেকশন থেকে পাওয়া যাবে, বা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতী মৌপিয়া দাসগুপ্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স atcscorporate@sarafhotels.com -কে অথবা ইমেল পাঠান evoting@nsdl.co.in-তে আরও স্পষ্টতার জন্য।

রেকর্ড ডেট, বুক ক্লোজার এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান

শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করবেন যে সোমবার, ২২ মে, ২০২৩ অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালন পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৩-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ২.৫০/- টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

লভ্যাংশ, অনুমোদিত হলে, শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান /ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকবে এবং ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারধারীদের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড যে সদস্যদের নাম রেকর্ডের তারিখে অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের লভ্যাংশের অর্থ প্রদান করা হবে।

কোম্পানির সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধিত সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক সেই সকল সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে যারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ অগস্ট, ২০২৩

হিমাচলের পরিস্থিতিকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

মৃতের সংখ্যা ৭৫ ছাড়িয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি

ধরমশালা, ১৮ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশের প্রবল বৃষ্টি পরিস্থিতিকে বিপর্যয় বলে ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। ইতিমধ্যেই সেরাজ্যে বৃষ্টি ও ধসের কারণে মৃতের সংখ্যা ৭৫ ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এখনও শিমলার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের তলায় অন্তত ছয়জনের দেহ চাপা পড়ে রয়েছে বলে অনুমান। বন্যা বিপর্যস্ত হিমাচলের পরিস্থিতিকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার দাবিতে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী সুখু জানিয়েছেন, এখনও রাজ্যের নানা প্রান্তে উদ্ধারকাজ চলছে। বিশেষত ধসের কারণে যাঁরা ঘরছাড়া হয়েছেন, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। সব মিলিয়ে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে গোটা হিমাচল প্রদেশে।

এহেন পরিস্থিতিতে শুক্রবার শিমলার মন্দিরের তলা থেকে আরও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫। গত সোমবারই ধসের ফলে ভেঙে পড়ে শিমলার একটি বিখ্যাত মন্দির। বহু মানুষ আটকে পড়েন মন্দিরের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু হলেও এখনও ধ্বংসাবশেষ পুরোপুরি সরানো যায়নি। উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, অন্তত ছয়জন এখনও আটকে রয়েছেন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের তলায়।

প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশের ৫০৬টি রাস্তা এখনও বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিকল হয়ে পড়েছে জল সরবরাহের ১৪৯টি প্রকল্প। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিধায়কদের তহবিল ব্যবহারের কড়াকড়িও তুলে নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যা ক্ষতি হয়েছে সেই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আরও এক বছর সময় লাগবে।

বাড়ির দরজা খুলতেই সাংবাদিককে গুলি দুষ্কৃতীদের

পাটনা, ১৮ অগস্ট: একেবারে ফিল্মি কায়দায় নিজের বাড়িতেই খুন হলেন বিহারের এক সাংবাদিক। জানা গিয়েছে, চার দুষ্কৃতী আচমকাই পৌঁছয় বিমল যাদব নামে ওই সাংবাদিকের বাড়িতে। তাঁকে ডেকে এনে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েই চম্পট দেয় তারা। নিজের বাড়িতেই বিমলের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিহারের রাজনৈতিক মহল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নীতীশ কুমারের সরকারকে ব্যর্থ বলে তোপ দেগেছেন চিরাগ পাসোয়ান।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার ভোরবেলা। বিহারের আরাসিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন সাংবাদিক বিমল যাদব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোড় সাড়ে চারটে নাগাদ বিমল যাদবের বাড়িতে আসে চার দুষ্কৃতী। দৈনিক জাগরণের সাংবাদিক বিমলকে ডেকে বাড়ি থেকে বেরতে বলে তারা। দরজা দিয়ে বেরতেই শুরু হয় গুলি বৃষ্টি। এলোপাথাড়ি গুলি এসে লাগে বিমলের বুকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিহারের রাজনৈতিক মহল। বিহারের আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে সরকারকে একহাত নেন চিরাগ পাসোয়ান। তবে গোটা ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

২০২৪-এ অমেঠি থেকেই লড়বেন রাহুল গান্ধি

ঘোষণা কংগ্রেসের

লখনউ, ১৮ অগস্ট: গতবারে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু, তারপরেও পিছু হটতে নারাজ। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ফের সেই অমেঠি থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এমনটাই ঘোষণা করা হল। বলা যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়তে চলেছেন ওয়েনাদের সাংসদ। পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নির্বাচনী কেন্দ্র নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রাখলেন তিনি।

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে বিবৃতি দেওয়ার পর সংসদে ফ্লাইং কিস দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সেই স্মৃতি ইরানিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তেই এবার অমেঠি থেকে রাহুল গান্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নাম ঘোষণা করা হল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে অমেঠি কেন্দ্রেই রাহুল গান্ধিকে পরাজিত করেছিলেন স্মৃতি ইরানি। এবার সেই অমেঠি থেকেই রাহুল ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধির অমেঠি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা এদিন জানান উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান অজয় রাই। তাঁর কথায়, 'রাহুল গান্ধি অবশ্যই অমেঠি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।'

অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা একপ্রকার নিশ্চিত করলেও তাঁর কেন্দ্র নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রাখলেন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান। এপ্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অজয় রাই বলেন, 'প্রিয়াঙ্কা গান্ধি যে কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইবেন, সেখানেই তিনি প্রার্থী হবেন। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তাহলে সেখানেই প্রার্থী হবেন। দলের প্রত্যেক কর্মী তাঁর জয়ের জন্য লড়াই করবে।'

পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় ইয়াসিন মালিকের স্ত্রী

ইসলামাবাদ, ১৮ অগস্ট: কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিকের স্ত্রী মুশাল হুসেন মালিক পাকিস্তানের তদারকি সরকারের ১৮ সদস্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হকের বিশেষ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন মুশাল। পাক সরকারের নারী ক্ষমতায়ন এবং মানবাধিকার বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানে আনওয়ার উল হক কাকরের তদারকি সরকারের উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন। মুশাল প্রধানমন্ত্রী কাকরের বিশেষ সহযোগী হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদে জায়গা পেয়েছেন। যেহেতু তিনি মূল পাক ভুখণ্ডের বাসিন্দা নন, তাই তাঁকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা ইয়াসিন মালিক দিল্লির তিহার জেলে বন্দি। গতবছরই জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার একটি মামলায় মালিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। এ বছরের মে মাসে এনআইএ দিল্লি হাইকোর্টে মালিকের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আবেদন করেছে।পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা মুশালের সঙ্গে ২০০৯ সালে ইয়াসিনের বিয়ে হয়।

২৬/১১ মুম্বই হামলার চক্রীকে ভারতে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু আমেরিকার

লন্ডন, ১৮ অগস্ট: আদালতের নির্দেশ মেনে আমেরিকার জেলে বন্দি ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী তাহাউর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে চলেছে জো বাইডেন সরকার। মে মাসে ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালত রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রানার আবেদন এখন ওয়াশিংটনের নবম সার্কিট বেঞ্চে বিচারাধীন।

কিন্তু প্রত্যর্পণের রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে রানার আবেদন চলতি সপ্তাহে খারিজ হয়ে গিয়েছে। ফলে চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রত্যর্পণের নির্দেশনামায় সই করতে পারবেন। চলতি সপ্তাহে আমেরিকার বিদেশ দপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ডেভিড কোলম্যান হেডলির দীর্ঘ দিনের বন্ধু রানাকে পাওয়ার জন্য প্রায় দেড় দশক আগে ওয়াশিংটনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু তাতে সায় মেলেনি। বরং পরবর্তী কালে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে যান। যদিও ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর পাকিস্তান থেকে আগত ১০ লস্কর-ই-তইবা জঙ্গির মুম্বইয়ে হামলার পরিকল্পনায় রানা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল ভারতের। এর পরে ১৯৯৭ সালের দ্বিপাক্ষিক বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ভারতের তরফে আবার আবেদন জানানো হলে ২০২০ সালের জুন মাসে মুম্বই নাশকতার ঘটনাতেই ফের রানাকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকার পুলিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আদালতে রানার তরফে জামিনের আবেদন জানানো হলেও বছর দেড়েক আগে তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর প্রত্যর্পণের পথ প্রশস্ত হয়। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগেই ২০০৮ সালের ওই সন্ত্রাসে অভিযুক্ত রানাকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। বাইডেনের সরকারও ভারতের আবেদনে সাড়া দিয়ে রানাকে পাঠানোর কথা জানিয়েছিল আদালতে।

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে ভীত হু-ও

জেনেভা, ১৮ অগস্ট: ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা। নতুন করে বাড়ছে সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই করোনার এক নতুন ভ্যারিয়েন্ট ইজি.৫.১ ভ্যারিয়েন্ট, যা এরিস নামে পরিচিত, তা ব্রিটেন, আমেরিকা-সহ একাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতেও খোঁজ মিলেছে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের। এরই মাঝে আরও উদ্বেগের খবর শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জানানো হল, খোঁজ মিলেছে করোনার আরও একটি নতুন ভ্যারিয়েন্টের। এই ভ্যারিয়েন্টের আবার একাধিক অভিযোজন বা মিউটেশন হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই ভ্যারিয়েন্টটির নাম বিএ.২.৮৬।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে বিএ.২.৮৬ ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলেছে। ভ্যারিয়েন্টটি সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও, ভ্যারিয়েন্টটির একাধিক মিউটেশন উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হয়েছে, এই ভ্যারিয়েন্টটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট, নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, গত ২৪ জুলাই প্রথমবার বিএ.২.৮৬ স্ট্রেইনের খোঁজ মেলে। ১৭ অগস্ট তা 'ভ্যারিয়েন্ট আন্ডার মনিটরিং'-র তালিকাভুক্ত করা হয়।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০
ওয়েবসাইট দেখুন: www.hmcgov.in

WB-HMC/Act/NIT/03/23-24 তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি (৩য় কল)

"আর্থিক বছর ২০২৩-২৫ এর জন্য নিজস্ব উৎস (বিওবি) থেকে অর্থায়িত ক্যাশিয়ার ক্যাশ বুকের দৈনিক ডেটা এন্ট্রির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য" এইচএমসি এর নির্বাহী প্রকৌশলী দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে অনুরূপ কাজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বিশ্বস্ত যোগ্য কনসালটেন্ট দের কাছ থেকে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগ/ https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ- ২৬.০৮.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০ টাপর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি: 2023_MAD_557751_1

১১৮(২) ২৩-২৪
১৮.৮.২০২৩

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Notice Inviting Tender

The BDO Kh-II Block, **NIeT No.: 31/BDO/2023-24, Date: 17.08.2023, Tender ID: 2023_ZPHD_557943_1 to 2.** Last Date of Closing of uploading Bids ends on **25.08.2023 up to 05:00 PM.** for Const. School Toilet. Detail visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO
Khanakul-II Dev. Block
Hooghly

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-26/2023-24 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-28/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage at different Wards within Krishnanagar Municipality".** The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: **2023_MAD_558054_1 to 2023_MAD_558054_3 & 2023_MAD_558257_1.**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫২৮, তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩১৯৮-আর, কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে স্টাফ কোয়ার্টারে রিমোট মনিটরিং, ওয়েব বেসড্ (জিপিআরএস/আরএফ) স্মার্ট এনার্জি মিটার দ্বারা কনভেনশনাল স্ট্যাটিক এনার্জি মিটার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩২,৮১,৮৭৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ৬৫,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-215/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

Sivanath Sastri college invites quotations for roof top solar system.

Please visit
wbtenders.gov.in
and
sivanathsastricollege.org

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING TENDER

Memo. No. 1343/RM
Date – 18.08.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-7e/2023-24/SL1 to SL16
Tender ID : 2023_MAD_558152_1 to 16

Name of the work: Publication Of Various Construction Work (16 nos) within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **28.08.2023.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

NOTICE INVITING TENDER

No. 02 of 2023-24 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of O5 (Five) groups for **Gr-(A)** Renovation of R.C.C. pipe line at Mondalhat DTW (BN-74) under Katwa-I Block. **Gr-(B)** Repairing & Renovation of pipeline and Spout at Islampur DTW (BN-187). **Gr-(C)** Lifting & Re-lowering of submersible pump motor set at various MI scheme under Katwa (A-I) Sub.Divn. **Gr-(D)** Procurement of Materials for Repairing & Renovation of (PVC) pipe for different MI installations under Katwa (A-I) Sub. Divn. **Gr-(E)** Repairing & maintenance of Electrical faults in electrical systems & devices at DTW/HDTW/MDTW installations along with ancillary works under Katwa (A-I) Sub-Division. Under Katwa (A-I) Sub-Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911/2908 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. **Last Date of Application 25.08.2023** and **Last Date Availability of Tender Paper 29.08.2023 up to 2.00 P.M.**

Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division
Katwa, Purba Bardhaman

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-27/2023-24** for **"Supplying and Installation of acoustic wall panel and false ceiling at Dwijendra Mancha in Krishnanagar Municipality"** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id:2023_MAD_558182_1.**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites Sealed Quotations from the Experienced Vendors for Operation of Food Court at Dr. Bidhan Chandra Roy Sishu Udyan at Dr. Sachine Sen Road, Godadanga under Krishnanagar Municipality. Last date and time of submission of Quotation: 25/08/2023 up to 15:00 hrs. The intending Bidders are requested to visit the Office of the undersigned for details.

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114;
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457

Tender Notice No. PM/PWD/IT/2023-2024/05.
Tender ID. - 2023_MAD_557568_1 to 2023_MAD_557568_6

Bid Submission Start Date-**17-August-2023 1:00 PM.** Bid Submission End Date-**25-August-2023 6:50 PM.** Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/ firms/agencies having experience in civil work. Construction of CC Road in different place of Ward no.-08, under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**

Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_অ্যান্টি-গ্রাফিটি, তারিখ ১৭.০৮.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** আরএসপি পিবিআই নং ৬৬৯ অফ ২০২৩-২৪, ৭১৪ অফ ২০২২-২৩ ও ১৩১৫ অফ ২০২১-২২ সাপেক্ষে কোচের বাহ্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে অ্যান্টি-গ্রাফিটি কোটিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৬,৫৬,০২,০১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৭৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in

(MISC-113/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of the Councillors
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed tender/s is/are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:

1. **NIeT No: 01/GREEN CITY of 2023-2024, Memo No- 3122/DM/2023 DT:-08.08.2023.** Tender Submission Closing date (On-Line) **29.08.2023 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **01.09.2023 at 13.00 hrs.**
2. **NIeQ No: 07/DEV of 2023-2024, Memo No - 3136/DM/2023 DT:-09.08.2023.** Tender Submission Closing date(On-Line) **31.08.2023 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **04.09,2023 at 13.00 hrs.**

Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in".**

Sd/-, Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

NIT No.- e-NIT No.-ADDA/ASN/ED/N-29 of 2023-2024 Dated 18.08.2023

Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invite offline percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Electrical), ADDA, Asansol

The e-Tender is being invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of West Bengal against **NIET No.- 5 & 6 of 2023-24 of SE., SWC., SS., PWDte.** for the following works respectively from the eligible Contractors as mentioned in the NIeT. The details are available and Online Submission of bid is permitted in the website **https://wbtenders.gov.in** from **14:00 Hrs. on 22-08-2023 up-to 14:00 Hrs. on 13-09-2023.**

S1.-1. Tender ID- 2023_WBPWD_558397_1.
Construction of New Integrated English Medium School at Panskura Block in the District of Purba Medinipur under SUP/MSDP scheme. Estimated Amount **Rs. 2,89,69,829.00** & Earnest Money - **Rs. 5,79,397.00.**

S1.-2. Tender ID- 2023_WBPWD_558328_1.
Construction of New Integrated English Medium School at Benua, Keshpur Development Block in the District of Paschim Medinipur under SUP/MSDP scheme. Estimated Amount **Rs. 2,89,70,174.00 &** Earnest Money **- Rs. 5,79,403.00.**

S1.-3. Tender ID- 2023_WBPWD_558328_2.
Construction of New Integrated English Medium School at Sukhnatore, Garbeta-III Block in the District of Paschim Medinipur under SUP/MsDP scheme. Estimated Amount **Rs. 2,89,68,575.00** & Earnest Money - **Rs. 5,79,372.00.**

Sd/-
Superintending Engineer,
South Western Circle,
Social Sector, P.W. Dte.

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT/NIQ No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
109/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Straw (Thatch) at Jodhpur Park Nursery & Southern Avenue Nursery.	19.08.2023	28.08.2023
110/GPW/WBFDC/2023-24	Rate to be quoted for Supply of different size of Earthen Pots at Jodhpur Park Nursery & Southern Avenue Nursery.		
111/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Neem Cake at Jodhpur Park Nursery & Southern Avenue Nursery.		
112/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Organic Manure at Jodhpur Park Nursery & Southern Avenue Nursery.		
113/GPW/WBFDC/2023	Rate to be quoted for Supply of different Nursery materials at Mednapur URF Range.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

বैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

হাওড়া জোনাল অফিস
"ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং", ৫ বি. টি. এম. সরণি
(৫ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

রেফা নং - SLK/BKP/2022-23/02
থেকে
তারিখ : ২১.০১.২০২৩
দি চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, গুমাডাঙ্গি ব্রাঞ্চ
পক্ষে হাওড়া জোনাল অফিস, ৫ বিটিএম সরণি, (৫ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০০১
প্রতি
উৎপল চক্রবর্তী
পিতা নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী
গ্রাম - বানেশ্বরপুর
পো. আনুলিয়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪০১
মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্কের **গুমাডাঙ্গি শাখা** আপনাদের ঋণসুবিধাদি মোট পরিমাণ ১০.০ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছিল। আমরা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সুবিধাদি এবং নোটিশের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত জানাইতেছি :-

সুবিধার ধরন	অনুমোদনের সীমা	বকেয়া পরিমাণ
মেয়াদি ঋণ (এইচবিএল)	৯.০ লাখ টাকা	**৮,৯৩,৭২৫.১৪ টাকা** (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া ২৯.০৩.২০২১ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ বার্ষিক ৭.৮০ শতাংশ হারে ৩০.০৩.২০২১ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ উক্ত পরিমানের উপর বার্ষিক ২.০০ শতাংশ হারে
মেয়াদি ঋণ (এমএসএমই)	১.০ লাখ টাকা	**৭৯,৫৯৭.১৮ টাকা** (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া ২৯.০৩.২০২১ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ ৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে ৩০.০৩.২০২১ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ উক্ত পরিমাণের উপর বার্ষিক ২.০০ শতাংশ হারে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি প্রদত্ত হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে :-

জামিনের ধরন

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাণ ২.০ ডেসিমেল শ্রী উৎপল চক্রবর্তীর নামে অবস্থিত মৌজা : বানেশ্বরপুর,জেএল নং ৪০, আরএস দাগ নং ৬৩৭, এলআর দাগ নং ৬২৭, আরএস খতিয়ান নং ২৭৯, এলআর খতিয়ান নং ১৩১, গ্রাম পঞ্চায়েত-আনুলিয়া অধীন, থানা- আমতা, জেলা - হাওড়া, বিক্রয় দলিল নং ০৫০৯০৩৬১১-২০১৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার - আমতা এবং ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস -হাওড়া, প.ব।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ৩১.০৩.২০২১** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **৮,৯৩,৭২৫.১৪ টাকা (২৯.০৩.২০২১ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক) পরবর্তী সুদ ৭.৮০ শতাংশ হারে বার্ষিক ৩০.০৩.২০২১** থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে এবং ৭৯,৫৯৭.১ টাকা (২৯.০৩.২০২১ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক) পরবর্তী সুদ ৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে ৩০.০৩.২০২১ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে, সমুদয় শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে হবে ব্যর্থ হলে আপনাদের ঝুঁকি এবং ব্যয়ে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নিকট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে উক্ত বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্বা/-
(বিজয় কুমার পান্ডা)
চিফ ম্যানেজার এবং
অনুমোদিত অফিসার
সি/ও ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

তারিখ : ২১.০১.২০২৩

ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যুগের ১৫ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটে কোহলিয়ানার ১৫ বছর পার। ঠিক ১৫ বছর আগে, ২০০৮ সালে আজকের দিনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ডাম্বুলায় ওডিআই ক্রিকেটে ডেবিউ হয়েছিল বিরাট কোহলির । এই দিনটি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের কাছে ভীষণ স্পেশাল। ৩৪ বছরের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট বিশ্বজুড়ে বন্দিত। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট যুগের দেড় দশক পূর্ণ হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটের ১৫ বছর পূর্তিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং তাঁর একাধিক পুরনো ইনিংসের ভিডিয়ো। দেশের মানুষের অনন্ত চাপ বুকে নিয়ে বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে দাঁড়ালে গোটা দেশের অদৃশ্য রিং টোন এখন, দবন্দে মাতরম।দ দেশের শ্বাস-প্রশ্বাসে এখন বিরাট কোহলি। তাঁকে দেখে, তাঁর 'গাণ্ডীব' ঘোরানো দেখে আমাদের গাইতে ইচ্ছা করে, দতুই হেসে উঠলেই সূর্য লজ্জা পায়, আলোর মুকুটখানা তোকেই পরাতে চায়।দ

বিরাটের চতুর্দিকে এখন আলোর বৃত্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পনেরো বছরের পরিক্রমা তাঁর চারপাশে তৈরি করে দিয়েছে আলোর বলয়। দিল্লির ওই রাগী, মাথা গরম করা যুবক এখন দেশের হৃদয়। জন গণ মনের অধিনায়ক। বড় কোনও বাজি জিততে, দেশের এক ও একমাত্র সম্পদ যে এখন কোহলিই। আধুনিককালের সেই মিডাস রাজা যা ধরেছেন, তাতেই সোনা ফলিয়েছেন। শচীন রমেশ তেণ্ডুলকর নামের এক নক্ষত্রের পিছনে ধাবমান তিনি। তাঁর কক্ষপথের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন নিরলসভাবে।

অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার একসময়ে বলেছিলেন, দকোহলিকে ব্যাটিং করতে দেখে আমার শচীনের কথা মনে পড়ে যায়।দ ছোট্ট কোহলির মনের গহিনে সেই কবে থেকেই তো বসে রয়েছে শচীনের বিগ্রহ। তিন বছরের ছোট্ট এক ছেলেকে বল ছুড়ে দিতেন বাবা। আর ছেলেটা প্লাস্টিকের ব্যাট দিয়ে সজোরে মারত। তখন কি আর কেউ ভেবেছিল এ ছেলের জন্যই একদিন দেশের রিংটোন হবে, বিরাট কোহলি খেললে ভারত জেতে। ১৯৯৮ সালের শারজা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচ ভারতের। জাতীয় দলের কোচ অংশুমান গায়কোয়াড় টিম মিটিংয়ে বলে উঠলেন, দএকজন কাউকে বড় রান করতেই হবে। দলের খর্বকায় মারাঠী বললেন, দচিন্তা করবেন না স্যর, আমি সেঞ্চুরি করব।দ ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করে তবেই থেমেছিলেন শচীন। বর্তমানে বিরাট কোহলি এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখনও অবধি ভারতের জার্সিতে তিনি ১১১টি টেস্টে, ২৭৫টি ওডিআইতে এবং ১১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। কিং কোহলি টেস্ট, ওডিআই এবং টি-২০ ফর্ম্যাটে যথাক্রমে করেছেন ৮৬৭৬, ১২৮৯৮ ও ৪০০৮ রান করেছেন। দেশের হয়ে ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরাট ৪টি করে উইকেটও নিয়েছেন।

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ, নির্বাসিত চার বছরের জন্য, শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করবেন দ্যুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: একের পর এক বিতর্কে জড়াচ্ছেন দ্যুতি চাঁদ। বিতর্ক যেন তাঁর পিছন ছাড়ছে না। এবার তিনি ডোপ পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হলেন। আর শাস্তিস্বরূপ চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল দ্যুতিকে। এই নির্বাসনের মেয়াদ শুরু হচ্ছে চলতি বছর ৩ জানুয়ারি থেকে। আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই নির্বাসনের মেয়াদ বহাল থাকবে।

শুধু নির্বাসিত করাই নয়, ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড করা তারকার থেকে ২০২৩ সালের তাঁর জেতা সব পদক, পুরস্কার কেড়ে নেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, এই বছরের গত আট মাসের তাঁর যাবতীয় পরিসংখ্যানও মুছে দেওয়া হবে। ২০২২ সালের ৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর যে নমুনা দ্যুতির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেখানে নিষিদ্ধ ড্রাগের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ফলে সেই দিনের পর থেকে ২৭ বছরের তারকা যা যা সাফল্য পেয়েছে, সবটাই মুছে দেওয়া হবে। কোনও কিছুই আর বিবেচ্য হবে না। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির ২.১ ও ২.২ বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য দ্যুতিকে নির্বাসিত করা হয়েছে। তবে না জেনে অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোনও ওষুধ খেয়ে ফেললে, সেটাও প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। অ্যাপিল জানানোর জন্য হাতে ২১ দিন সময় রয়েছে তারকার।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে নাডা দু'বার দ্যুতির নমুনা সংগ্রহ করেছিল। আর দু'বারই তাঁর নমুনায় নিষিদ্ধ অ্যানাবলিক স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ে তাঁকে সাময়িক ভাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার তাঁকে চার বছরের নির্বাসনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টি ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেলের (এডিডিপি) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এক জন অ্যাথলিট যদি নিষিদ্ধ কিছু গ্রহণ করে থাকে, তবে সেটা গুরুতর গাফিলতি বা অপরাধ। হাল্কা ভাবে নেওয়ার প্রশ্ন নেই।'

দ্যুতির আইনজীবী পার্থ গোস্বামী বলেছেন, 'যে নিষিদ্ধ ওষুধ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা না জেনেই নেওয়া হয়েছে। একেবারেই অনিচ্ছাকৃত ভাবে। তা ছাড়া যে সময় ওষুধ খাওয়া হয়েছিল, তখন কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে ওষুধ খাওয়া হয়েছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই।' তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দ্যুতির শাস্তি মকুবের জন্য তাঁরা অ্যাপিল করবেন। ২০২১ সালে ইন্ডিয়ান গ্রাঁ পিকে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে মাত্র ১১.১৭ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন দ্যুতি। যা এখনও পর্যন্ত জাতীয় রেকর্ড। দ্যুতি ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে জোড়া রুপোর পদক পেয়েছিলেন। ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে পদক জিতেছিলেন তিনি।

লখনউকে বিদায় জানিয়ে ফের নাইট শিবিরে গম্ভীর? আলোচনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের আইপিএল শুরু হওয়ার আগে বড় খবর। লখনউ সুপার জায়ান্ট ছাড়তে পারেন দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এমনই খবর নিয়ে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট। শোনা যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনার নাকি ফের কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফিরতে পারেন। ২০২২ সালে প্রথমবার ক্রোড়পতি লিগে নেমেছিল এলএসজি। সেবার ভাল পারফরম্যান্স করলেও শেষরক্ষা হয়নি। এরপর ২০২৩ সালের আইপিএল-এ নক আউট পর্ব থেকে বিদায় নেয় কেএল রাহুলের দল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দলে আমূল বদলের জন্যই নাকি গম্ভীর এবার সরে দাঁড়াতে পারেন।

ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার তথা বিসিসিআই-এর প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদকে দলের ব্যাকরুম স্টাফ ও পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেছে লখনউ। এর আগে দলের প্রধান কোচের পদ থেকে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে সরিয়েছিল তারা। বদলে জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে দলে নেয়। সূত্রের খবর, এবার গম্ভীরের দল ছাড়ার পালা। গম্ভীর লখনউ ছাড়ছেন। এদিকে এই খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর পুরনো দল কেকেআর-এর নাম ভেসে উঠেছে। নাইটদের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হলেন গম্ভীর। ২০১২ সালের পর ২০১৪ সালেও তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতা। রাহুল ত্রিপাঠি, শুভমান গিলের মত প্লেয়ারদের ছেড়ে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল। ঢাকঢোক পিটিয়ে এবার চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে কোচ করা হলেও তিনি সাফল্য এনে দিতে পারেননি। তাই মনে করা হচ্ছে গম্ভীর ফের তাঁর পুরনো দলে কামব্যাক করতে পারেন।

ঘাসে বসলে ২৫০০ টাকা! শুরু ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমন সুযোগ তো সচরাচর আসে না। ২২ গজে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ যেন ডুমুরের ফুল। আইসিসি বা এসিসি টুর্নামেন্টের জন্য হা পিত্যেশ করে অপেক্ষা করতে হয়। তবে ক্রিকেট অনুরাগীদের সব আক্ষেপ পুষিয়ে দেবে ২০২৩ সাল। এশিয়া কাপ ও ওডিআই বিশ্বকাপ উভয় টুর্নামেন্টে একাধিকবার মুখোমুখি হতে পারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী টিম। স্বাভাবিকভাবেই টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। স্টেডিয়ামে বসে ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে ট্যাঁকের কড়ি ভালোমতোই খরচ করতে হবে। এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে ৩০ অগস্ট থেকে। ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে ভারত-পাক ম্যাচের টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি। সংরক্ষিত আসন তো দূরের কথা ঘাসে বসে ম্যাচ দেখতে হলেও খরচ করতে হবে ২৫০০ টাকার মতো!

ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ২ সেপ্টেম্বর। এই ম্যাচের জন্য সবচেয়ে সস্তার টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০০ টাকায়। এই দামে আপনি কিন্তু বসার সিট পাবেন না। ঘাসের উপর বসে ম্যাচ দেখতে হবে। সিটে বসে আরাম করে ম্যাচ দেখতে হলে কম করে ১০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। ভারত-পাক ম্যাচের টিকিটের সর্বাধিক দাম ২৫ হাজার টাকা। শুধুমাত্র এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের টিকিটের দামই বেশি। অন্যান্য ম্যাচের ভিআইপি টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ৩০০০ টাকায়! ৩১ অগস্টের শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের ভিভিআইপি টিকিটের দাম ২৯০০ টাকা। বর্তমানে শুধুমাত্র গ্রুপ পর্বের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। গ্রুপ পর্ব বাদ দিলে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হতে পারে ১০ সেপ্টেম্বর। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ১৭ সেপ্টেম্বর।

৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কবে জানালেন নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র নীরজ চোপড়া। টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রো-তে তিনি সোনা জেতার পর পুরো বিশ্ব নীরজ চোপড়াকে এক নামে চেনেন। গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ (অলিম্পিক) থেকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন নীরজ। একাধিক উঠতি ক্রীড়াবিদের কাছে নীরজ এখন অনুপ্রেরণা। সেই নীরজ চোপড়ার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ করা। ২০২২ সালে অল্পের জন্য ভারতের সোনাজয়ী অলিম্পিয়ান নীরজ চোপড়া ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেননি। এ বার তিনি নিজেই জানালেন, কবে ৯০ মিটারের লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন?

২০২২ সালে স্টকহোমে ডায়মন্ড লিগে ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু ০.০৬ মিটারের জন্য নীরজের ৯০ মিটারের লক্ষ্যপূরণ হয়নি। সম্প্রতি জিও সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নীরজ জানিয়েছেন, তিনি ৯০ মিটার স্পর্শ করার কাছেই রয়েছেন। একটা সঠিক দিন এবং সঠিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা হলেই নীরজ ৯০ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'অনুকূল আবহাওয়ার সঙ্গে আমার শুধু একটা নিখুঁত দিন দরকার। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমি ৯০ মিটার থ্রো করতে পারব।'

এতদিনে নীরজ চোপড়া ভালোভাবে বুঝে গিয়েছেন তিনি ফিল্ডে নামলেই সকলে তাঁর থেকে জয় প্রত্যাশা করেন। এ বার তাঁকে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পারফর্ম করতে দেখা যাবে। এত প্রত্যাশার চাপ সামলানো নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি চাপ সামলাতে কিছুটা অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি। তবে, আমি যখন প্রতি দুই থেকে চার বছরে এক বার হয় এমন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি (যেমন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অলিম্পিক) তখন নিঃসন্দেহে দায়িত্ব বেশি থাকে। সব সময় আমি নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করি। পুরো ফোকাসড থাকার চেষ্টা করি। আগে অনেক কিছু ভাবাত আমাকে। কিন্তু এখন সব কিছুতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং ধারাবাহিক হওয়া অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং। বছরের শুরুতে আমি বেশ ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি চোট পেয়েছিলাম। যার ফলে কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিনি। এরপর আমি লুসান ডায়মন্ড লিগে অংশ নিয়েছিলাম, ওখানে আমার পারফরম্যান্স ভালোই ছিল। তারপর থেকে, সবকিছুই ভালো হয়েছে। এবং আমি আমার পারফরম্যান্স ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খুশি। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চ্যালেঞ্জের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এগিয়ে আসছে এবং আমি সেখানে ভালো পারফর্ম করতে চাই।' উল্লেখ্য, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন ইভেন্ট রয়েছে ২৫ অগস্ট।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যে চার দলকে দেখছেন ডি ভিলিয়ার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ দল নিয়ে বিশ্বকাপ, এর মধ্যে পাঁচ দলই এশিয়ার। খেলাও হবে এশিয়ার মাটিতে। তবে বেশি দল কিংবা চেনা কন্ডিশনের পরও এবারের বিশ্বকাপে মাত্র একটি এশিয়ান দলকে সেমিফাইনালে দেখছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়কের অনুমান, রাউন্ড রবিন লিগ পেরিয়ে সেরা চারে জায়গা করে নেওয়া তিনটি দলই হবে এশিয়ার বাইরের।

১৩তম বিশ্বকাপ আসর নিয়ে সাবেক ক্রিকেটাররা এখন পর্যন্ত যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার মধ্যে ডি ভিলিয়ার্সের ভাবনা ব্যতিক্রম। এর আগে ভারতের বীরেন্দর শেবাগ, অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাকগ্রা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল এশিয়ার দুটি দল সেমিফাইনালে উঠবে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

শেবাগ, ম্যাকগ্রা ও গেইলের সঙ্গে ডি ভিলিয়ার্সের ভাবনার মিল দুটি দেশে। তাঁদের সবার মতেই স্বাগতিক ভারত এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে খেলবে। শেবাগ ও ম্যাকগ্রা অন্য শেষ চারে অন্য দুটি দল হিসেবে দেখছেন পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়াকে। আর গেইলের মতে ভারত ও ইংল্যান্ড ছাড়া সেমিফাইনাল খেলবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড।

ডি ভিলিয়ার্সের ধারণা, পাকিস্তান বা গতবারের রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড কেউই সেমিফাইনালে যাবে না। 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' নামে খ্যাত এই সাবেক ক্রিকেটার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলের এক প্রশ্নোত্তর ভিডিওতে। স্বাগতিক ভারতকে বিশ্বকাপের ফেবারিট উল্লেখ করে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, 'অবশ্যই ভারতকে রাখতে হবে। আমি তো মনে করি তারা আবারও বিশ্বকাপ জিতবে। এটা একটা রূপকথার বিশ্বকাপ হবে। সেমিফাইনালের ক্ষেত্রে ভারত, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া;এই বিগ থ্রিকে রাখব আমি।' সেমিফাইনালের আরেক দল হিসেবে ডি ভিলিয়ার্স বাজি ধরছেন নিজের দেশের ওপর, 'যদিও পাকিস্তানের ভালো সম্ভাবনা আছে, তবু চার নম্বরে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাকেই রাখব।' ডি ভিলিয়ার্স সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলেছেন ২০১৫ সালে, সেবার সেমিফাইনাল খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এখন পর্যন্ত দেশটির বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ সাফল্যও শেষ চারে ওঠা। এবারের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা জায়গা নিশ্চিত করে অষ্টম দল হিসেবে, সুপার লিগ থেকে সবার শেষে। তবে টেম্বা বাভুমার দলকে হিসাবের খাতা থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন ডি ভিলিয়ার্স, 'ওদের জন্য কাজটা সহজ হবে না। তবে কখনোই 'কখনো না' বলতে নেই। এটা বিশ্বকাপ, দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর প্রত্যাশা কম। আর এটাই ওদের চাঙা করে তুলতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়েরা খুবই প্রতিভাবান, কিন্তু দল হিসেবে খুবই কম মূল্যায়িত।' ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেমিফাইনালিস্ট বলার অর্থ এশিয়ার বাইরের দেশই তিনটি। এই ভবিষ্যদ্বাণী ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন ডি ভিলিয়ার্স নিজেই। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিও আছে, 'উপমহাদেশের বাইরের তিনটা সেমিফাইনালে রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও নিজের অনুমানে আমি অটল, কারণ বিশ্বকাপ ভালো উইকেটে খেলা হবে। আমার মনে হয় না বিশ্বকাপে খারাপ উইকেট থাকবে।' এবারের আগে উপমহাদেশে বিশ্বকাপ হয়েছে তিনবার। এর মধ্যে যৌথভাবে ভারত-পাকিস্তানে আয়োজিত ১৯৮৭ আসরের সেমিফাইনালে খেলেছিল ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ১৯৯৬ সালে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনের আসরে শেষ চারে খেলেছিল ভারত, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর সর্বশেষ ২০১১ সালে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে হওয়া বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে এশিয়ার তিনটি দল;ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ছিল নিউজিল্যান্ড। অবশ্য এ তিনবারের মধ্যে দুবারই শিরোপা জিতেছে স্বাগতিক দেশ। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার পর ২০১১ সালে জিতেছিল ভারত।

মেসি পিএসজিতে গিয়েছিলেন 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে', মায়ামিতে ভেবেচিন্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনার মেসি, পিএসজির মেসি আর ইন্টার মায়ামির মেসি;তিন জায়গায় লিওনেল মেসির সময় কেটেছে ও কাটছে ভিন্ন আবহে। বার্সেলোনায় যখন ছিলেন, আর্জেন্টাইন তারকার মুখে হাসি যেন লেগেই থাকত। মাঠে তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত, খেলাটা উপভোগ করছেন।

ইন্টার মায়ামির মেসিও হাসিখুশি আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। যেন হাসতে হাসতেই খেলছেন তিনি। মাঝে ২০২১ থেকে ২০২৩;দুটি মৌসুম পিএসজিতে খেলেছেন মেসি। সেখানে তাঁকে ঠিক সুখী মনে হয়নি। এবার ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার পর মেসিও জানালেন সেটিই, প্যারিসে ভালো ছিলেন না তিনি। রোববার লিগস কাপের ফাইনালে নাশভিলের মুখোমুখি হবে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি। এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন মেসি।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখানোর পর এটা তাঁর প্রথম সংবাদ সম্মেলনও। যুক্তরাষ্ট্রে মেসির প্রথম সংবাদ সম্মেলন বলেই কিনা প্রশ্নগুলো শুধুই লিগস কাপের ফাইনালে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখানো, বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়া, ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাবনা;সবকিছু নিয়েই মেসিকে প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিকেরা। বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে মেসি সেখানে বলেছেন, 'আমি আসলে পিএসজিতে যেতে চাইনি। আমি বার্সেলোনাই ছাড়তে চাইনি এবং বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার বিষয়টি আমার জন্য খুব কঠিন ছিল।' পিএসজি ছাড়ার আগে মেসির পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে মায়ামির পাশাপাশি সৌদি আরবের আল হিলাল, সাবেক ক্লাব বার্সেলোনার নাম শোনা গিয়েছিল। সৌদি আরবের পর্যটন দূত থাকার সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যে দেশটিতে পাড়ি দেবেন বলে প্রবল গুঞ্জনও উঠেছিল। তবে আল হিলাল বা বার্সেলোনো নয়, মেসি বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব। সিদ্ধান্তটি অনেক ভেবেচিন্তে আর সময় নিয়ে তবেই নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেসি, 'আমি এখানে খুব সুখে আছি। এটা এমন জায়গা, যেখানে আমি আসতে চেয়েছি। এ সিদ্ধান্ত আমরা লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছি। এটা এমন নয় যে আজ আর কাল;দুদিন ভেবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।'

প্রথম বার বিজনেস ক্লাসে সফর, রিঙ্কু বললেন, 'ইংরেজিতেই যত ভয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দলের সঙ্গে প্রথম বার বিদেশ সফরে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং। প্রথম বার বিমানের বিজনেস ক্লাসে চেপেছেন।

৩৫ নম্বরের মেন ইন ব্লু জার্সি পেয়েছেন। এতগুলো 'প্রথম'-এর অনুভূতি কেমন? সতীর্থ জীতেশ শর্মার সঙ্গে বিমান বসে এই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন রিঙ্কু। আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজের জন্য রিঙ্কু ও জীতেশ উভয়ের ডাক পেয়েছেন। আয়ার্ল্যান্ডের মাটিতে দু'জনেরই ভারতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে। বিমানের বিজনেস ক্লাসে দু'জনের সিট ছিল পাশাপাশি। সফরসঙ্গী জীতেশ কেকেআর তারকাকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর অনুভূতির কথা। আলিগড়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান রিঙ্কু মাঝ আকাশে শোনালেন তাঁর অভিজ্ঞতা। একইসঙ্গে জীতেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

রিঙ্কু বলেন, তআমার খুব ভালো লাগছে। ভারতের হয়ে খেলা সব ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে। মা বাবাও সবসময় বলতেন দেশের হয়ে খেলতে হবে। আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। যখন আমার কামরায় ঢুকে ৩৫ নম্বর জার্সি দেখি, খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।দ এরপর বিজনেস ক্লাসে সফর প্রসঙ্গে বলেন, তখুব ভালো হয়েছে যে আমরা দু'জন আয়ারল্যান্ড সফরে একসঙ্গে যাচ্ছি।

কারণ ইংরেজিতে তুমি আমায় সাহায্য করছ। প্রথম বার আমরা বিমানের বিজনেস ক্লাসে যাচ্ছি। আমাদের এসবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা খুব কঠিন।দ প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার অনুভূতিটা কেমন ছিল?

রিঙ্কু বলেছেন, আমি তখন নয়ডাতে বন্ধুদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে মগ্ন। তখনই দল ঘোষণা হয়। ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাকে ফোন করি। মা সবসময় আমাকে দেশের হয়ে খেলার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**